ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

হিরানির সিনেমা দিয়ে ফিরছেন আমির

পৃঃ ৫

ভারতের টি-টোয়েন্টি দল ঘোষণা, নেতৃত্বে হার্দিক

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ১৯০ ● কলকাতা ● ২৫ আষাঢ়, ১৪৩০ ● মঙ্গলবার ● ১১ জুলাই, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

ভোট হিংসা নিয়ে 'লজ্জিত',

'পরিবর্তন' চেয়ে পথে নামতে চান শুভাপ্রসন্ন

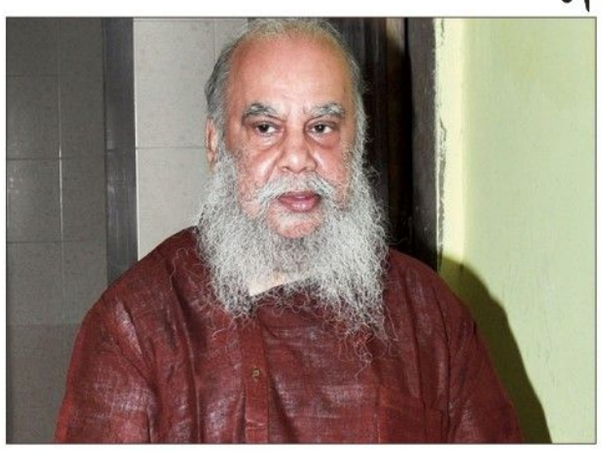

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : হুমায়ুন কবীর, সৌগত রায়ের পর শুভাপ্রসন্ন। রাজ্যের ভোট হিংসা নিয়ে এবার মুখ খুললেন তৃণমূল 'ঘনিষ্ঠ' শিল্পী। 'লজ্জিত' শুভাপ্রসন্ননের কথায়, 'সারা দেশে এরকম ঘটনা কোথাও ঘটে না। এই সংস্কৃতি বদলাতে হবে।' আর এই বদলের ডাক দিতে আরও একবার পথে নামতে তিনি তৈরি বলেও জানিয়েছেন।উল্লেখ্য, চলতি বছরের ভাষা দিবসের অনুষ্ঠান থেকেই তৃণমূলের সঙ্গে দূরত্ব বেড়েছে শিল্পী শুভাপ্রসন্নর। পরবর্তী সময় রাজ্যে 'দ্য কেরালা স্টোরি' সিনেমাটি নিষিদ্ধ করা নিয়েও তৃণমূলের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ চরমে ওঠে। পরে অবশ্য তাঁর বাড়িতে গিয়ে বিষয়টি মিটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন কুণাল ঘোষ। কিন্তু ভোট হিংসাকে ঘিরে ফের একবার সেই দূরত্ব আরও বাড়ল মনে করছে রাজনৈতিক মহল।আমরা আবার মিছিল করতে পারি, আগে যেমন করেছিলাম। সংস্কৃতি বদলের মিছিল।' তাঁর এহেন মন্তব্যে স্বাভাবিকভাবেই অস্বস্তি বেড়েছে রাজ্যের শাসকদলের। তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ মন্তব্যের, 'ইচ গার্ড লাগাতে

এরপর ৩ পাতায়

শীতের পর তো বসন্ত আসবেই!'

কীসের ইঙ্গিত দিলেন রাজ্যপাল?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শীত আসলে বসন্তও কি দূরে থাকে? ভোরের আলো ফোটার আগেই তো অন্ধকার সবথেকে গাঢ় হয়। গিয়েছিলেন সি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠক করতে। সেই বৈঠক শেষেই সরাসরি কোনও রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অথবা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের বিষয় নিয়ে মন্তব্য না করেই এমনই ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করলেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস।পঞ্চায়েত ভোট পর্বে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অশান্তির অভিযোগ পেয়ে নিজে ছুটে গিয়েছেন রাজ্যপাল। অশান্তি বন্ধে কড়া বার্তাও দিয়েছেন তিনি। এরই মধ্যে বিজেপি-র পক্ষ থেকে রাজ্যে ৩৫৫ অথবা ৩৫৬ ধারা প্রয়োগের দাবি তোলা হয়েছে। রাজ্যপালের কাছেও এই দাবি জানানো হয়েছিল।

আচমকা দিল্লি সফরের পর রাজ্যপাল এমন ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করায় রাজনৈতিক মহলে জল্পনা যথেষ্টই বাড়ল। শীতের পর বসন্ত বা সুড়ঙ্গের শেষে আলোর দেখা মিলবে বলে রাজ্যপাল আদতে কী বোঝাতে চাইলেন, সময়ই হয়তো তা বলবে।গতকালই হঠাত দিল্লি যান রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। এ দিন বিকেলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে পৌঁছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। রাজ ভবন সূত্রে খবর, পঞ্চায়েত ভোট পর্বে রাজ্যে ভোট হিংসার বিস্তারিত তথ্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে জানাতেই রাজ্যপালের এই দিল্লি সফর।

যদিও এ দিন বৈঠক শেষে

এরপর ৩ পাতায়

গণনা কেন্দ্রের মধ্যে পুলিশ ঢুকবে না,

মিডিয়া কতদূর পর্যন্ত যেতে পারবে ঠিক করবেন পিআরও

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বুধবার সকালে পঞ্চায়েত ভোটের গণনা শুরু হবে। তার আগে সব জেলাশাসক ও জেলা পঞ্চায়েত অফিসারের কাছে সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন পাঠিয়ে দিল রাজ্য নির্বাচন কমিশন। তাতে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, গণনা কেন্দ্রের মধ্যে কোনও পুলিশ কর্মী ঢুকতে পারবে না।বুধবার গণনার জন্য বিপুল পরিমাণ পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। থাকছে কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনীও। এদিন দুপুরে সমস্ত জেলাশাসক, পুলিশ সুপার ও জেলা পঞ্চায়েত অফিসারদের রাজ্য নির্বাচন কমিশনের তরফে টেক্সট মেসেজ করে বলা হয়েছে, কোন গণনা কেন্দ্রে কীভাবে কত বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে তা বুধবার সকালের মধ্যে জানাতে হবে। কারণ, বুধবার এ ব্যাপারে কলকাতা হাইকোর্ট রিপোর্ট চাইতে পারে।

পঞ্চায়েত ভোটের দিন বহু বুথে ক্লোজড সার্কিট ক্যামেরা ছিল না বলে অভিযোগ করেছেন বিরোধীরা। কমিশন এদিন স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে, গণনাকেন্দ্রে সিসিটিভই ক্যামেরা বাধ্যতামূলক ভাবে থাকতে হবে। ওই ক্যামেরার ফুটেজ সুরক্ষিত রাখতে হবে।একমাত্র রিটার্নিং অফিসার যদি মনে করেন যে, এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে যার জন্য পুলিশ দরকার, তবেই সশস্ত্র পুলিশ গণনা কেন্দ্রের মধ্যে ঢুকতে পারবেন।

এরপর ৩ পাতায়

সাতকাহন

{কবিতা সংকলন}

ছায়াপথ প্রকাশনী
আলোর মিছিল

সম্পাদনায়:- অদিতি আচার্য্য ও মৃত্যুঞ্জয় সরদার

লেখা পাঠানোর প্রক্রিয়া

* GOVT. REGD
* ISBN allocation
* Online/Offline selling

১. স্রষ্টার কবিতা যেকোনো পর্যায়ের হতে পারে।
২. কবিতা সর্বাধিক ২৪ লাইনের হতে পারে।
৩. লেখা পাঠানোর ৩দিনের মধ্যে মনোনীত হলে যোগাযোগ করা হবে।
৪. what'sapp এ টাইপ বা document করে লেখা পাঠাতে হবে।

নির্বাচিত সাহিত্যিকদের জন্যে থাকছে মানপত্র এবং মেমেন্টো।

-:লেখা পাঠানোর ঠিকানা:-
what's app :- 7439971094
সময়সীমা:- ৩০শে জুলাই, ২০২৩ এর মধ্যে।

প্রিবুক মূল্য:-
২৫০ টাকা মাত্র
আমরা সৌজন্য সংখ্যা দিতে অপরাগ, একটি কপি প্রিবুক করে নেওয়ার অনুরোধ জানাই।

বি: দ্র: - বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্যিক, অভিনেতা, সঙ্গীত এবং নৃত্য জগতের দিকপালরা, সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে বইটি।

Chayapoth Publication Facebook Page

একটি উন্নততর আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন

রেজিস্টার্ড অফিস : সরবেড়িয়া, পোঃ-এফ.এস. হাট, থানা - ন্যাজাট, জেলা - উঃ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩২৯
E-mail : sarberia.annoor.mission@gmail.com ● Website : annoormission.org

প্রতিষ্ঠাতা : মরহুম আলহাজ্ব আব্দুল হামিদ

২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি চলিতেছে

যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা ২০২৩ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে তারা অভিভাবক সহ সরাসরি মিশনে এসে **Spot Exam** এর মাধ্যমে একাদশ শ্রেণিতে কলা ও বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হতে পারবে এবং মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল বের হলে ৭৫ শতাংশ নম্বর বিজ্ঞান বিভাগ ও ৬০ শতাংশ নম্বরে কলা বিভাগে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে। মেধাবী ও দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে। সত্ত্বর যোগাযোগ করুন।

আসন সংখ্যা সীমিত

Gilr's Hostel

Boy's Hostel

মাধ্যমিক ফলাফল -২০২২

বোর্ড/কাউন্সিল		মোট পরীক্ষার্থী	স্টার	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর
WBBSE	ছাত্রী	২৮	০৩	২০	০৫	৫৮১
	ছাত্র	০৯	০৩	০৪	০২	৫৬৬
	সর্বমোট	৩৭	০৬	২৪	০৭	

উচ্চমাধ্যমিক ফলাফল -২০২২

বোর্ড/কাউন্সিল		মোট পরীক্ষার্থী	>90 %	90-80 %	স্টার মার্কস	সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর
WBCHSE	ছাত্রী (বিজ্ঞান)	০৮	০১	০৮	০৮	৪৬২
	ছাত্র (বিজ্ঞান)	০৬	০১	০৬	০৬	৪৫৪
WBCHSE	ছাত্রী (কলা)	১৬	০০	১৪	১৬	৪৪১
	ছাত্র (কলা)	০২	০০	০২	০২	৪৪১
	সর্বমোট	৩৭	০৬	২৫	৩২	

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন
97 34 54 95 05 / 95 64 01 19 06

মোস্তাক হোসেন
প্রধান পৃষ্ঠপোষক
কর্ণধার
পতাকা শিল্পগোষ্ঠী

সেখ নুরুল হক
চেয়ারম্যান
অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল
অবসরপ্রাপ্ত আই.এ.এস

জাকির হোসেন মোল্লা
সম্পাদক
সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন
মোঃ - ৯৭৩২ ৫৩১ ১৭১

আবাসিক শিক্ষক চাই
- জীববিদ্যা
- পুষ্টিবিদ্যা
- পদার্থবিদ্যা
- শিক্ষাবিজ্ঞান
- আরবী (এম.এম)

পশুপতিনাথ শিব মন্দিরে

ভোগ খিচুড়ি বিতরণ

কলকাতা : নিউজ সারাদিন : শ্রাবণ মাসের সোমবার, যেখানে মহাদেবের আরাধনা করা হয়, মাটিয়াবুর্জের ১নং ওয়ার্ডের টিজি রোডে অবস্থিত পশুপতিনাথ শিব মন্দির প্রাঙ্গণে ভোলেনাথের ভোগ খিচুড়ি বিতরণ করা হয়। বেলপুকুর যুব সংঘের প্রধান ব্যবস্থাপক সুরদা বাহাদুর সোনার পাপুল দাই জানিয়েছেন। সুরদা বাহাদুর সোনার পাপুল দাই জানান, এই মন্দিরটি প্রাচীন হওয়ায় দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ পশুপতিনাথ শিব মন্দিরে পূজা দিতে আসেন। শ্রাবণ মাসের প্রতি সোমবার মন্দির প্রাঙ্গণে ভোগের আয়োজন করা হয় এবং ভোলেনাথের ভক্তরা এসে প্রসাদ গ্রহণ করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংঘের সভাপতি ধনঞ্জয় সিং, ১নং ওয়ার্ডের তৃণমূল নেতা রাম নরেশ যাদব, চন্দ্র বাহাদুর সোনার, অজয় কুমার বিজয়, শচীন রবিদাস প্রমুখ।

সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড এবং রেড এফএম

'গাটস অ্যান্ড গ্লোরি- স্যালুট ৭১' অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিজয় দিবস উদযাপন করবে

এখানে শুনুন সেইসব গল্প- https://linktr.ee/gutsgloryyoutube

Kolkata 4th July,2023: নিউজ সারাদিন : দেশের প্রথম সারির বেতার মনোরঞ্জন নেটওয়ার্ক ৯৩.৫ রেড এফএম বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে ভারতীয় সেনার পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে 'গাটস অ্যান্ড গ্লোরি- স্যালুট ৭১' নামের এক বর্ণময় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিজয় দিবস উদযাপনের কথা ঘোষণা করেছে। অভিনব এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে রেড এফএম নিজেদের বেতার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ এর যুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীর জওয়ানদের বিভিন্ন বীরগাথা গল্পের মোড়কে তাদের শ্রোতাদের কাছে পরিবেশন করবে। শ্রোতারা আমাদের সেনাবাহিনীর বীরত্বের কাহিনী জানতে পারবেন, তাদের অদম্য ইচ্ছা শক্তি এবং আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে দেশকে জয় এনে দেওয়ার কথা শুনতে পাবেন। রেড এফএম এই সমস্ত গল্পকে বিভিন্ন পর্বে ভাগ করে একটি পডকাস্টের মাধ্যমে একাধিক অডিও ক্লিমিং প্ল্যাটফর্ম থেকেও এর সম্প্রচার করবে।

এর পাশাপাশি,'গাটস অ্যান্ড গ্লোরি- স্যালুট ৭১' উত্তর-পূর্ব ভারতের নাগরিকসহ একাত্তরের যুদ্ধের সেইসব বীর সেনানিদের সম্বর্ধনা ও পুরস্কার দেবে যারা ভয়াবহ ওই যুদ্ধে নিজেদের অনন্য বীরত্ব ও নিষ্ঠার ছাপ রেখেছেন।

অনুষ্ঠানের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পূর্বাঞ্চলীয় সেনা কমান্ডার লেফট্যানেন্ট জেনারেল রানা প্রতাপ কলিতা বলেন, "১৯৭১ এর যুদ্ধে লড়াই করা আমাদের সেনাবাহিনীর সূর্য এবং দূরত্বের কথা তুলে ধরতে রেড এফএম যে উদ্যোগ নিয়েছে তাতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। ওইসব নায়কদের শ্রদ্ধা জানাতে বিজয় দিবসের অঙ্গ হিসেবে এবার এই 'গাটস অ্যান্ড গ্লোরি- স্যালুট ৭১' অনুষ্ঠানটি উপহার দিতে পেরে খুব ভালো লাগছে। এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ভারতের ইতিহাসের ওই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ সময় সম্পর্কে মানুষকে আরও গভীর ভাবে পরিচিত করা যাবে বলে আমরা আশাবাদী।"

এই অনুষ্ঠান ঘোষণার সময় রেড এফএম এবং ম্যাজিক এফএম-এর অধিকর্তা তথা সিওও নিশা নারায়ণন বলেন, "বিজয় দিবস পালন উপলক্ষে সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের সঙ্গে যৌথভাবে ১৯৭১ এর যুদ্ধের প্রাক্তনিদের শ্রদ্ধা জানাতে এই অনুষ্ঠান আয়োজন করা আমাদের কাছে অত্যন্ত সম্মানের। আমাদের সেনা জওয়ানরা যে কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে এসেছেন তা আমাদের কাছে অকল্পনীয়। এইসব প্রবীণ সেনা কর্মীদের আত্মদানের ও কোন তুলনা নেই। তবে একটি ব্যান্ড হিসেবে আমরা দেশের তরফ থেকে তাদের বিরত্বকে শ্রদ্ধা জানাতে এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা হাতে নিয়েছি। 'গাটস অ্যান্ড গ্লোরি- স্যালুট ৭১' কর্মসূচির মাধ্যমে সেই সব বিস্মৃত নায়কদের স্মরণ করা হবে যারা এখন আমাদের সঙ্গে আর পাঁচটা সাধারণ নাগরিকের মতো দিন কাটাচ্ছেন।আশা করি এই উদ্যোগের মধ্য দিয়ে আমরা তাদের সেই বীরত্বের কাহিনী গুলো শুনতে পাবো, যেখানে আমাদের সেনারা দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন।"

১২ টি পূর্বাঞ্চলীয় বেতার কেন্দ্র- কলকাতা, ভুবনেশ্বর, আসানসোল, শিলিগুড়ি, আগরতলা, পাটনা, মোজাফফরপুর, জামশেদপুর,গুয়াহাটি,শিলং আইজল এবং গ্যাংটক থেকে এই অনুষ্ঠানের সম্প্রচার করা হবে। এসব কাহিনী জানতে শুনতে থাকুন ৯৩.৫ রেড এফএম।

বৌদ্ধ ধর্মঙ্কুর সভায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান :

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এমডি সালমান হেলাল- ভূতপূর্ব রাজ্যসভার সদস্য ও 'পূবের কলম' দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদক জনাব উঃ আহমেদ হাসান ইমরান সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার দ্বারা সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছেন। বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা অফ ইন্ডিয়া তাঁকে হার্দিক অভিনন্দন সহ সম্বর্ধিত করার উদ্দেশ্য ৯ জুলাই (রবিবার), ২০২৩, বিকাল ৪:৩০ মি. কৃপাশরণ হলে একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হয়ে গেল বিশিষ্ট নজরুল গবেষক ড. দীপা দাস যিনি সম্প্রতি World Magic Book of Record 2023, এক ঘন্টায় একাধিক ভাষায় একশত নজরুলগীতি পরিবেশন করে একটি ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করেছেন। তাঁকেও এই অনুষ্ঠানে সম্বর্ধিত করা হয়।

বিশিষ্ট অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন উদীয়মান বিশিষ্ট তরুণ বৌদ্ধ সাংঘিক সমাজকর্মী।

ড. অরুণজ্যোতি মহাথের, ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন হোমিওপ্যাথি আন্তর্জাতিক সভাপতি ডক্টর প্রকাশ মল্লিক পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু কমিশনের মাননীয় আমন্ত্রিত সদস্য ও টালিগঞ্জ সম্বোধি বিহারের ডিরেক্টর।

সভাপতির আসন অলংকৃত করবেন সম্মানিত ড. রতনশ্রী মহাথের, সভাপতি, বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা অফ ইন্ডিয়া ও বিশিষ্ট বৌদ্ধ সাহিত্যে গবেষক। মঙ্গলাচরণ করবেন: শ্রীমৎ ভিক্ষু বিশ্বজিৎ উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশনায় :শ্রীমতি ললিতা সিনহা

অনুষ্ঠান সঞ্চালনায়:শ্রীমতি শ্রাবন্তী চক্রবর্তী অনুষ্ঠানটিকে সর্বাঙ্গীণ সাফল্যমণ্ডিত করতে আপনাদের সবান্ধব উপস্থিতি আমাদের আন্তরিক সাফল্য কামনা করে অমলেন্দু চৌধুরী

স্টং রুমে প্রবেশের অভিযোগ ভিত্তিহীন:

বিধায়ক ডাঃ নির্মল মাজি

অভিজিৎ হাজরা, আমতা, হাওড়া : নিউজ সারাদিন : অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, স্ট্রং রুমের ত্রি- সিমানায় ছিলেন না বলে দাবি করলেন বিধায়ক ডা: নির্মল মাজি। রবিবার রাত্রে উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রের বিধায়কের বিরুদ্ধে রাতের অন্ধকারে স্ট্রং রুমে প্রবেশের অভিযোগ ওঠে। তবে এবিষয়ে বিধায়ক ডা: নির্মল মাজি জানান, ' রবিবার সন্ধ্যা থেকে রাত্রি সাড়ে এগারটা পর্যন্ত দলীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় আমি হাজির ছিলাম। এছাড়াও ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী পুলক রায়, উলুবেড়িয়া র ৩টি কেন্দ্রের ব্লক সভাপতি এবং দলীয় কর্মীরা। যে সময় আমি সভা করছিলেন সেই সময়ে সভা চলাকালীনই এমন অভিযোগ বিরোধীদের'। বিধায়ক ডাঃ নির্মল মাজি আজ বলেন বিরোধীরা বুঝতে পারছে পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। ওরা বুঝে গেছে নির্বাচনে মানুষ মা মাটি মানুষের সরকারের পক্ষে। তা বুঝে, ভোটের ফলাফলের আগেই মিথ্যা অপপ্রচার করছে বিরোধীরা। তিনি আরও জানান, এটা কর্মী ধরে রাখার বিরোধীদের একটা পন্থা।

বিক্ষিপ্ত অশান্তির মধ্যেই শেষ পুনর্নির্বাচন!

ভোট পড়ল ৬৪.৪২%

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শেষ হল পুনর্নির্বাচন! শনিবার অবাধ সন্ত্রাস দেখেছিল বাংলা। আর এরপরেই রাজ্যের ৬৯৭ টি কেন্দ্রে ফের পুনর্নির্বাচন ঘোষণা করে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। সেই মতো সকাল ৭ টা থেকে ভোট গ্রহণ শুরু হয়।কমিশন সূত্রে খবর, সোমবার ৩টে পর্যন্ত ৫৩.৯৫ শতাংশ ভোট পড়েছে। বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ভোট পড়েছে ভোট পড়ল ৬৪.৪২%। অপেক্ষা শুধু মঙ্গলবার। আগামীকাল ৮ টা থেকে শুরু হবে ভোট গণনা। গ্রাম পঞ্চায়েত, জেলা পরিষদ এবং পঞ্চায়েত সমিতি ব্যালটে এক সঙ্গে গণনা হবে। ফলে দিন গড়িয়ে রাত গড়িয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তবে

এরপর ৩ পাতায়

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে। সব রাজ্যে, সব জেলা ও মহকুমাতে।

যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,

যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

সম্রাজ্ঞী
{কবিতা সংকলন}
সম্পাদিকা:- অদিতি আচার্য্য

ছায়াপথ প্রকাশনী
আলোর মিছিল

লেখা পাঠানোর প্রক্রিয়া

১. স্রষ্টার কবিতা যেকোনো পর্যায়ের হতে পারে।
২. কবিতা সর্বাধিক ২৪ লাইনের হতে পারে।
৩. লেখা পাঠানোর ৩দিনের মধ্যে মনোনীত হলে যোগাযোগ করা হবে।
৪. what'sapp এ টাইপ বা document করে লেখা পাঠাতে হবে।

* GOVT. REGD
* ISBN allocation
* Online/Offline selling

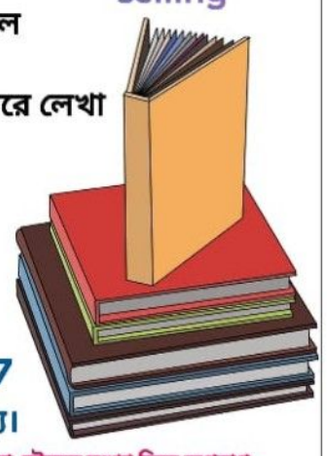

নির্বাচিত সাহিত্যিকদের জন্যে থাকছে মানপত্র এবং মেমেন্টো।

-:লেখা পাঠানোর ঠিকানা:-
what's app :- 8207240867
সময়সীমা:- ৩০শে জুলাই, ২০২৩ এর মধ্যে।

বি: দ্র: - বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বাংলা চলচ্চিত্র অভিনেতা অভিনেত্রীরা, সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে বইটি।

আমরা সৌজন্য সংখ্যা দিতে অপরাগ, একটি কপি প্রিবুক করে নেওয়ার অনুরোধ জানাই।

Chayapoth Publication Facebook Page

১-ম পাতার পর

গণনা কেন্দ্রের মধ্যে পুলিশ ঢুকবে না, মিডিয়া কতদূর পর্যন্ত যেতে পারবে ঠিক করবেন পিআরও

কমিশন জানিয়েছে, স্ট্রং রুম থেকে ব্যালট বাক্স গণনা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার জন্য পারলে একটি করিডর বানাতে হবে। যাতে বিনা বাধায় মসৃণ ভাবে ব্যালট বাক্স গণনা কেন্দ্রে আনা যায়। ওই করিডরে কোনও বাইরের লোক বা মিডিয়াকে ঢুকতে দেওয়া যাবে না।

তা ছাড়া প্রতিটি গণনা কেন্দ্রে মিডিয়ার জন্য লক্ষ্মণরেখা টেনে দেওয়া হবে। গণনা কেন্দ্রের চারপাশে নিরাপত্তার তিনটি বলয় থাকবে। প্রথম বলয় পেরিয়ে মিডিয়া কর্মীরা দ্বিতীয় বলয়ের কাছে যেতে পারবেন, কিন্তু কতদূর পর্যন্ত তাঁরা যেতে পারবেন তা রিটার্নিং অফিসার বলে দেবেন। রিটার্নিং অফিসার চাইলে গণনা কেন্দ্রের মধ্যে একবার মিডিয়া কর্মীদের ডেকে ফটো তুলতে দিতে পারেন। কিন্তু কোনও অবস্থাতেই ব্যালটে দেওয়া ছাপ্পা বা কাউন্টিংয়ের পরিসংখ্যানের ছবি তোলা যাবে না।গণনা কেন্দ্রের মধ্যে মোবাইল, ট্যাব বা আই-প্যাড নিয়েও ঢোকা যাবে না। গণনা কেন্দ্রের মধ্যে কমিউনিকেশন ও মিডিয়া রুম থাকবে। কাউকে ফোন করতে গেলে সেখানে গিয়েই করতে হবে।

১-ম পাতার পর

শীতের পর তো বসন্ত আসবেই!' কীসের ইঙ্গিত দিলেন রাজ্যপাল?

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে সরাসরি অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠকের আলোচ্য বিষয় নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি সি ভি আনন্দ বোস। বরং ইঙ্গিতপূর্ণ ভাবে তিনি বলেন, ভোরের আলো ফোটার আগেই অন্ধকার সবথেকে গাঢ় হয়। সুড়ঙ্গের শেষে আলোর দেখা মিলবেই। আমি শুধু বলতে পারি, শীত চলে এলে কি বসন্তও দূরে থাকতে পারে? আগামী দিনে ভাল কিছু ঘটবে।

১-ম পাতার পর

ভোট হিংসা নিয়ে 'লজ্জিত', 'পরিবর্তন' চেয়ে পথে নামতে চান শুভাপ্রসন্ন

বলুন, চুলকানি কমে যাবে।'

পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন রাজ্যে ১৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। জখম হয়েছেন কয়েকশো জন। মৃতদের মধ্যে ১০ জনেরও বেশি তৃণমূল কর্মী। রাজ্যের শাসকদলের অভিযোগ, বেছে বেছে তৃণমূল কর্মীদের হত্যা করা হয়েছে। এমনকী, ভোটের পরও হিংসা চলছে। স্বাভাবিকভাবেই রাজ্যের পরিস্থিতি নিয়ে সরব বিরোধীরা। শাসকদলেরও দুই নেতাকে সরব হতে দেখা গিয়েছে। কিন্তু রাজ্যের বুদ্ধিজীবীরা চুপ কেন, বিভিন্ন মহল থেকে বারবার এই প্রশ্ন উঠেছিল। সেই নীরবতা ভেঙে এবার হিংসা নিয়ে মুখ খুললেন শাসকদল ঘনিষ্ঠ শিল্পী শুভাপ্রসন্ন। কী বললেন তিনি?

শিল্পীর কথায়, 'যে ভোট গণতন্ত্রের উতসব সেখানে যদি এত মানুষের প্রাণ যায় তবে এই সংস্কৃতির বদল হওয়া দরকার। এখানে যা হয় তা সারা দেশে কোথাও হয় না। লজ্জা করে।' তাঁর প্রশ্ন, 'এত প্রাণ কেন যাবে? বাংলা মণীষীদের জন্মভূমি। এখানে এই সংস্কৃতি আমরা চাই না। ' এখানেই থামেননি তিনি। বরং পরিবর্তনের পক্ষে জোর সওয়াল করেছেন তিনি। শুভাপ্রসন্নর কথায়,'সময় এসেছে মুক্তমনা, বুদ্ধিজীবীরা একজোট হোক। পথে নামুক। আমার বিশ্বাস, হাজার হাজার মানুষ আমাদের পাশে থাকবে। আমরা আবার মিছিল করতে পারি, যেমনটা করেছিলাম। সংস্কৃতি বদলের জন্য।' তাঁর দাবি, 'এই সংস্কৃতি বদল দরকার।' স্বাভাবিকভাবেই এ অমন্তবয় ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে। যদিও তৃণমূল বিষয়টিকে পাত্তা দিতে রাজি নয়।

মাছ চাষীদের মাছের রোগ সম্পর্কে দ্রুত খবর দিতে

ও যথাসময়ে বৈজ্ঞানিক পরামর্শ দিতে প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদা যোজনার আওতায় মোবাইল অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মাছকে প্রাণীজ প্রোটিন এবং ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিডের অন্যতম স্বাস্থ্যকর উৎস হিসেবে মনে করা হয়। অপুষ্টি দূর করতে এর ভূমিকা বিশেষ। জলীয় কৃষি বর্তমানে খাদ্য উৎপাদন ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নতি করছে। প্রোটিনের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে এর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। পাশাপাশি, এই ক্ষেত্র থেকে দেশের ৩ কোটিরও বেশি মৎস্যজীবীর কর্মসংস্থান ও জীবনযাত্রা চালনা করা সম্ভব হয়। এই ক্ষেত্রের বিশেষ সম্ভাবনার কথা নজরে রেখে ভারত সরকার নীল বিপ্লব এনেছে এবং ২০ হাজার ৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প 'প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদা যোজনা (পিএমএমএসওয়াই)' চালু করেছে।

জলীয় কৃষির ক্ষেত্রে রোগ, উন্নয়নের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। জলজ প্রাণীদের বিভিন্ন রোগের জন্য কৃষকরা বড় আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হন। প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ নির্ধারণ করা গেলে, তা নির্ধারণ করা সহজ হয়। সঠিক পদ্ধতিতে নজরদারির মাধ্যমেই জলজ প্রাণীদের বিভিন্ন রোগ প্রাথমিক পর্যায়ে নির্ধারণ করা সম্ভব। কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রকের পশুপালন, দুগ্ধ ও মৎস্য দপ্তর ২০১৩ সালে হায়দরাবাদের জলজ প্রাণীর রোগ নির্ধারণের জন্য একটি জাতীয় কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।১৪টি রাজ্যে এই কর্মসূচি চালু রয়েছে। আইসিএআর-এর সমন্বয় করছে। পরবর্তীতে সামুদ্রিক পণ্যের রপ্তানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং রাজ্যের মৎস্য বিভাগের সহায়তায় তিন বছরের জন্য ৩৩ হাজার ৭৭৮ কোটি টাকা ব্যয়ে এনএসপিএএডি-এর দ্বিতীয় দফার কাজ শুরু হয়েছে। চেন্নাইয়ের আইসিএআর - সিআইবিএ'তে ভারত সরকারের মৎস্য, পশুপালন ও দুগ্ধ বিষয়ক মন্ত্রকের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী পুরুষোত্তম রুপালা ২০২৩-এর ২৭ ফেব্রুয়ারি এই কর্মসূচির উদ্বোধন করেন।

৯ বছরেরও বেশি সময় এনএসপিএএডি এই প্রকল্পটি চলবে। এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক হ'ল - ১) দেশে জলজ প্রাণীর স্বাস্থ্য বিষয়ক গবেষণাগারগুলির মধ্যে শক্তিশালী নেটওয়ার্ক তৈরি করা। ২) বিশ্ব পশু স্বাস্থ্য সংগঠনে নথিভুক্ত জলজ প্রাণীর রোগ সম্পর্কে খোঁজখবরের জন্য নজরদারি বৃদ্ধি। ৩) দেশে নিষ্ক্রিয় রোগ নজরদারি ব্যবস্থাপনাকে আরও মজবুত করা। ৪) রোগের মোকাবিলায় কৃষকদের বৈজ্ঞানিক পরামর্শ দেওয়া। ৫) দেশে প্রথমবার নতুন ৯টি রোগের সন্ধান মিলেছে। ৬) বিদেশি এবং নতুন করে দেখা দেওয়া রোগ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি ও এর ছড়িয়ে পড়া রুখতে সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ দেওয়া। ৭) জলজ প্রাণীদের এএইচপিএনডি রোগ সম্পর্কে সফলভাবে দেশে সচেতনতা বাড়ানো ও এই রোগ দূর করা। ৮) বিশ্ব পশু স্বাস্থ্য সংগঠন এবং ভারত - প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে জলজ প্রাণীর রোগ সম্পর্কে নেটওয়ার্ক তৈরি করা।

এই কর্মসূচির আওতায় কৃষকদের যথাযথ তথ্য পৌঁছে দিতে 'রিপোর্ট ফিশ ডিজিজ' বা 'মাছের রোগ সম্পর্কে খবর' বিষয়ক অ্যাপ তৈরি হয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী রুপালা ২৮ জুন, ২০২৩ তারিখে এই অ্যাপটির সূচনা করেন। এই উদ্ভাবনমূলক অ্যাপটি কৃষকদের রোগ সম্পর্কে তথ্য দেওয়ার পাশাপাশি তৃণমূল স্তরে মৎস্যজীবীদের দ্রুত বৈজ্ঞানিক পরামর্শ দিতে সক্ষম হবে। এই অ্যাপের মাধ্যমে মৎস্যজীবী, প্রাথমিক স্তরের আধিকারিক ও মৎস্য স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মধ্যে সমন্বয় তৈরি হবে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ডিজিটাল ইন্ডিয়া কর্মসূচির যে চিন্তাভাবনা করেছেন, তা দেশকে ক্রমাগত ডিজিটাল ক্ষেত্রকে সক্ষম করে তুলছে। এই ধরনের অ্যাপ কৃষকদের মাছের রোগ সম্পর্কিত সমস্যা মোকাবিলায় বিশেষ সহায়ক হবে। ফলে, কৃষকরা আর্থিক ক্ষতি এড়াতে পারবেন। সময় মতো রোগ সম্পর্কে যথাযথ বৈজ্ঞানিক পরামর্শ হওয়ায় সচেতন হবেন কৃষকরা এবং তাঁদের আয়ও বাড়বে।

বাঙালি হিসেবে আমিও লজ্জিত',

ভোট হিংসা নিয়ে এবার সরব চিরঞ্জিত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : হুমায়ুন, সৌগতর পর এবার এবার ভোট হিংসা নিয়ে সরব চিরঞ্জিত। 'বাঙালি হিসেবে কে লজ্জিত নয়! সবাই লজ্জিত, আমিও লজ্জিত! বিদেশে গিয়েও শুনতে হবে, ভাল লাগবে না শুনতে। বাঙালির বদনাম হয়ে যাচ্ছে বহু বছর ধরে', মন্তব্য বারাসাতের তৃণমূল বিধায়ক তথা অভিনেতা চিরঞ্জিত চক্রবর্তীর ।আর এবার বাংলার পঞ্চায়েত ভোটে বেলাগাম সন্ত্রাসকাণ্ডে আসছে কেন্দ্রীয় বিজেপির প্রতিনিধি দল । বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রী জগত প্রকাশ নাড্ডা জী পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচনে হিংসা কবলিত এলাকা পরিদর্শন করবার জন্য একটি কমিটি গঠন করলেন। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী রবিশঙ্কর প্রসাদের নেতৃত্বে বিজেপির প্রতিনিধি দল পরিস্থিতি ক্ষতিয়ে দেখে রিপোর্ট জমা করবেন।প্রসঙ্গত পঞ্চায়েত ভোটে সন্ত্রাস নিয়ে সদ্য বিস্ফোরক প্রতিক্রিয়া দেন ডেবরার তৃণমূল বিধায়ক ও প্রাক্তন মন্ত্রী হুমায়ুন কবীর । সম্প্রতি প্রাক্তন পুলিশকর্তা হুমায়ুন কবীর বলেন, 'বাঙালি হিসেবে লজ্জিত, মর্মাহত, মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে লজ্জায়। আর কতদিন এসব চলবে, যুগের পর যুগ চলে যাচ্ছে, কিন্তু আমরা পাল্টাতে পারছি না। আমি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। ২০০৮ সালে বাম আমলে মুর্শিদাবাদে ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছিল, ভয়ঙ্কর নাড়া দিয়েছিল।এই সন্ত্রাসের জন্য দায়ী সব রাজনৈতিক দলগুলি।তিনি আরও বলেন, '২০০৮ সালে দায়িত্বে থাকার সময় বর্ধমানে ব্যাপক তল্লাশি চালিয়েছিলাম। প্রচুর অস্ত্র, বোমা উদ্ধার করেছিলাম। অভিষেক বলেছিলেন বিরোধী প্রার্থীরা যেন মনোনয়ন দিতে পারে। আমি নিজে থেকেই বিরোধীদের মনোনয়ন দিয়েছিলাম। এত খুনোখুনি, মারামারি, কেন জিরো করতে পারছি না ? মৃত্যু কাম্য নয়, মৃতের পরিবারই জানেন এটা কতখানি কষ্টকর। পরিস্থিতি সামাল দিতে না পারা কমিশন, প্রশাসন, রাজনৈতিক দলগুলির ব্যর্থতা। ভয়মুক্ত, রক্তহীন নির্বাচন করতে পারলাম না।'প্রসঙ্গত, পঞ্চায়েত ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণার পর থেকেই রাজ্য জুড়ে হিংসার ঘটনা শুরু হয় জেলায় জেলায়। মনোনয়ন পর্ব চলাকালীনও অশান্তির ঘটনার বহর বাড়তে থাকে। ভোটের আগে ও ভোটের দিন কম রক্তাক্ত হয়নি বাংলা। যা নিয়ে সরব হয়েছেন ইতিমধ্যেই রাজ্যের একাধিক দলের নেতা-নেত্রীরা। পাশাপাশি ছাপ্পা ভোট এবং রিগিং ঘিরেও হিংসার ঘটনা ছড়িয়ে পড়ে। এদিকে ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় আজ রাজ্য নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে পুনর্নির্বাচন হয়েছে জেলায় জেলায়। যদিও হিংসা আজও অব্যহত।

জাতীয় মৎস্যচাষী দিবস, ২০২৩ উপলক্ষে উন্নয়নশীল মৎস্যচাষীদের

সম্মান প্রদান করল আইসিএআর-সিআইএফআরআই

কলকাতা, ১০ জুলাই, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : আইসিএআর-এর জাতীয় অন্তঃস্থলীয় মৎস্যচাষ গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান কার্যালয় ব্যারাকপুরে আজ জাতীয় মৎস্যচাষী দিবস পালন করা হয়। জাতীয় মৎস্যচাষী দিবস প্রতি বছর ১০ জুলাই দিনটিতে মৎস্যচাষীদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকাকে সম্মান জানাতে পালন করা হয়। ভারতের প্রথম নীল বিপ্লবের সঙ্গে জড়িত এই মৎস্য চাষীরা। বিশেষ প্রজাতির মৎস্য প্রজননের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণকারী অধ্যাপক হীরালাল চৌধুরী এবং ডঃ আলিকুনি ১৯৫৭ সালে সাফল্য পান। এই ঘটনাকে স্মরণে রাখতে ২০০১ সাল থেকে প্রতি বছর আজকের দিনটিকে জাতীয় মৎস্যচাষী দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

ডঃ হীরালাল চৌধুরী এবং ডঃ আলিকুনির স্মৃতিতে শ্রদ্ধা জানিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয় আজ। আইসিএআর-এর নির্দেশক ডঃ বসন্ত কুমার দাস সকলকে অনুষ্ঠানে স্বাগত জানান। তিনি মৎস্যজীবীদের উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার মাধ্যমে যে ২০ হাজার কোটি টাকা সহায়তা প্রদান করছে সরকার, সেই বিষয়টি তুলে ধরেন। আইসিএআর - সিআইএফআরআই ৩ হাজার মহিলাকে মৎস্য চাষের বিষয়ে যাবতীয় তথ্য প্রদান করে ক্ষমতায়নের লক্ষ্য স্থির করেছে।

রাজ্যের কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডঃ বি বি জানা এবং নতুন দিল্লির কৃষি বিজ্ঞান জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সচিব কল্যাণী শাইন ইন্ডিয়া সিআইএফআরআই মৎস্যচাষীদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের যে পদক্ষেপ নিয়েছে, সে বিষয় উল্লেখ করেন। আইসিএআর - সিআইএফআরআই এবং ইটানগরের হিমালয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে গবেষণা ও শিক্ষা বিষয়ক সহযোগিতার জন্য একটি মউ স্বাক্ষরিত হয় আজ।

অনুষ্ঠানে ৯ জন উন্নয়নশীল মৎস্যচাষীকে পুরস্কৃত করা হয়। প্রকাশিত হয় একটি বই 'সাকসেস স্টোরিস ফ্রম ওয়েট ল্যান্ডস্থ।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ৯০ জন মৎস্যচাষী।

এই প্রতিষ্ঠানের আঞ্চলিক শাখা বেঙ্গালুরু, ভদোদরা এবং প্রয়াগরাজেও জাতীয় মৎস্যচাষী দিবস পালিত হয়।

কর্ণাটকের হাম্পিতে আজ তৃতীয় জি-২০ কালচার ওয়ার্কিং গ্রুপ (সিডব্লিউজি)-এর

সংস্কৃতি বৈঠকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছে

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : কর্ণাটকের হাম্পিতে আজ তৃতীয় জি-২০ কালচার ওয়ার্কিং গ্রুপ (সিডব্লিউজি)-এর সংস্কৃতি বৈঠকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছে। সংসদ বিষয়ক এবং কয়লা ও খনি মন্ত্রী শ্রী প্রহ্লাদ যোশী অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশে ভাষণে বলেন, "নীতি প্রণয়নে সংস্কৃতিকে তার উপযুক্ত স্থান দিতে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য উপযুক্ত সুপারিশে সহমত হওয়ার জন্য চারটি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়ে আলোচনা করার পর আমরা এগোতে পেরেছি।" চারটি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্র হল সাংস্কৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ এবং পুনরুদ্ধার; দূর ভবিষ্যতের জন্য বর্তমান ঐতিহ্যের রক্ষণ; সাংস্কৃতিক এবং সৃষ্টিশীল শিল্প ও সৃষ্টিশীল অর্থনীতির প্রসার এবং সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও প্রসারে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার।

তিনি আরও বলেন, "আমরা শুধুমাত্র বৈঠকে যোগ দিচ্ছি তাই নয়, আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক দেওয়া-নেওয়ায় আমরা সক্রিয়ভাবে অংশ নিচ্ছি।"

শ্রী প্রহ্লাদ যোশী আরও বলেন, "আমরা মন্ত্রী পর্যায়ের ঘোষণা নিয়ে সহমত গড়ে তোলার প্রয়াস চালাচ্ছি। এই ঘোষণায় চারটি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রের উল্লেখ আছে। অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং দীর্ঘমেয়াদি ভবিষ্যতের জন্য আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে সেটাই মূল বিষয়।"

চারটি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্র বিষয়ে তিনি বলেন, অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রগুলিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে গোটা বিশ্ব সাংস্কৃতিকভাবে বৈচিত্র্যময় হলেও আসলে তারা ঐক্যবদ্ধ। এমনই এক বিশ্ব যেখানে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অতীতের স্তম্ভ আবার অন্যদিকে যা ভবিষ্যতের পথ।

জি-২০ভুক্ত সদস্য দেশগুলির অমূল্য অবদানকে তুলে ধরে তিনি বলেন, "আপনাদের অন্তর্দৃষ্টি, মন্তব্য এবং মন্ত্রী পর্যায়ের ঘোষণার প্রাথমিক খসড়া নিয়ে আপনাদের মতামত আমাদের একই ধরনের ভাবনার রূপ দেওয়ার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।" তিনি আরও বলেন যে বৈচিত্র্যপূর্ণ বিশ্বে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সূত্র আমাদের সকলকে বেঁধে রেখেছে।

তিনি আরও বলেন যে সংস্কৃতি সেতুবন্ধন করে, বোঝাপড়া, সহমর্মিতা বৃদ্ধি করে, বিভেদ সরিয়ে রেখে আগামীদিনের মানবতার যাত্রাপথে অঙ্গীকার করে।

শ্রী প্রহ্লাদ যোশী অংশগ্রহণকারীদের একতার শক্তি, বৈচিত্র্যের সৌন্দর্য, মানবতার উন্নয়নে সংস্কৃতির বিশাল সম্ভাবনাকে মনে রাখতে বলেন এবং তিনি বলেন, "আমরা একই স্বপ্নের দ্বারা ঐক্যবদ্ধ, একই ভাবের দ্বারা চালিত, একই আশার দ্বারা চালিত।

তিনি আরও বলেন, "আসুন আমরা সেই ভবিষ্যতের জন্য কাজ করি যেখানে সংস্কৃতি শুধুমাত্র আমাদের পরিচিতিই নয়, সেটি দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন, সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং বিশ্ব মৈত্রীর এক চালিকাশক্তি।"

সিডব্লিউজি লাম্বানি এমব্রয়ডারির বৃহত্তম প্রদর্শনীর আয়োজন করে গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস-এ নাম তুলতে চাইছে। এতে অংশ নিচ্ছেন লাম্বানি সম্প্রদায়ের ৪৫০-এর বেশি মহিলা শিল্পী। তাঁরা সান্দুর কুশল কলাকেন্দ্রের সঙ্গে জড়িত। জি-২০ অনুষ্ঠানে তাঁদের তৈরি ১,৩০০ লাম্বানি এমব্রয়ডারির কাজ প্রদর্শিত হয়েছে।

প্রতিনিধিদের বিজয় বিট্টল মন্দির, রয়্যাল এনক্লোজার এবং ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকাভুক্ত হাম্পি স্মারকের ইয়েদুরুবাসবান্না কমপ্লেক্সের মতো ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলি ঘুরিয়ে দেখানো হয়। প্রতিনিধিদের তুঙ্গভদ্রা নদীতে কোরাকল রাইডে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রতিনিধিরা শ্রী পট্টভিরামা স্বামী মন্দিরে একটি যোগানুষ্ঠানেও অংশ নেবেন।

২ পাতার পর

বিক্ষিপ্ত অশান্তির মধ্যেই শেষ পুনর্নির্বাচন! ভোট পড়ল ৬৪.৪২%

গ্রাম বাংলার ক্ষমতা কার হাতে থাকবে তা স্পষ্ট হবে মঙ্গলবার বেলা গড়ালেই।তবে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বেশ কয়েকটি জায়গাতে বিক্ষিপ্ত অশান্তির খবর সামনে এসেছে। যেমন সকালে দিনহাটাতে কংগ্রেস প্রার্থীর বাড়িতে বোমাবাজির ঘটনা ঘটে। বোমাবাজি হয় ময়না, বীরভুম সহ বেশ কয়েকটি জায়গাতে।

তবে নতুন করে এদিন কোনও মৃত্যুর ঘটনা ঘটেনি। যদিও ভোটের দিন মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়াতে দুই জায়গাতে সংঘর্ষের ঘটনায় দুজন আহত হন। আজ সোমবার দুজনেরই মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ফলে ভোটের দিনের সংঘর্ষে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১৮।

অন্যদিকে সমগ্র ভোটপর্বে সন্ত্রাসের কারণে ৪১ জনের মৃত্যু হয়েছে এখনও হয়েছে। এদিন সকাল থেকে একেবারে সক্রিয় ছিল রাজ্য নির্বাচন কমিশন। এমনকি কমিশনে পৌঁছে যান কমিশনার রাজীব সিনহাও। তিনি জানান, ভোট শান্তিপূর্ণ হচ্ছে। প্রত্যেক বুথেই চারজন করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানকেও এদিন দেখা গিয়েছে।

বুথের বাইরে কাউকে ঘেঁষতে দেওয়া হয়নি। বহিরাগত কাউকে দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে কড়া হাতে তাদের সরিয়ে দেয় বাহিনী। অন্যদিকে পুলিশ - প্রশাসনের ভূমিকাও ছিল যথেষ্ট প্রশংসার। আর এই ছবি দেখে ভোটাররা বলছেন, এটাই তো হওয়া উচিত ছিল। তবে এর মধ্যেই পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে বাংলায় বিশেষ টিম পাঠাচ্ছে বিজেপি।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ১৯০ সংখ্যা ১১ জুলাই, ২০২৩ মঙ্গলবার ২৫ আষাঢ়, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

তৃণমূলের রাজ্যসভার তালিকায় স্পষ্ট দিশাবদল, লোকসভার জন্যও 'ইঙ্গিত'

রাজ্যসভার প্রার্থিতালিকার মধ্য দিয়ে কি আগামী বছরের লোকসভার প্রার্থী কেমন হবে, সে বিষয়েও 'ইঙ্গিত' দিয়ে রাখলেন তৃণমূল শীর্ষনেতৃত্ব? দলের অন্দরের খবর একেবারেই তাই। রাজ্যসভার প্রার্থী বাছাই করতে গিয়ে অতীতের মতো কোনও 'বিশিষ্ট' নামের দিকে ঝোঁকেনি তৃণমূল। নবীন যে তিন জনকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে, তাঁদের প্রত্যেকের নিজস্ব এবং আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

প্রসঙ্গত, রাজ্যসভায় প্রার্থী করার বিষয়ে অনেক দলই রাজনৈতিক পরিসরের বাইরের মানুষদের গুরুত্ব দেয়। শুধু অবামপন্থী দল নয়। বামেদের ক্ষেত্রেও সে কথা সমান প্রযোজ্য। বাম জমানায় ব্যবসায়ী বাড়ির সদস্য সরলা মহেশ্বরীকে রাজ্যসভায় পাঠিয়েছিল আলিমুদ্দিন স্ট্রিট। মমতাও একদা সে পথে হেঁটেছেন। কিন্তু সেই দৃষ্টিভঙ্গি এখন বদলে গিয়েছে। অনেকের মতে, নাট্যব্যক্তিত্ব অর্পিতাকে রাজ্যসভা থেকে ইস্তফা দিতে বলার মধ্য দিয়েই এই 'দিশাবদল'-এর শুরু হয়েছিল।লোকসভার প্রার্থিতালিকাতেও এই ধারা অক্ষুণ্ণ থাকলে ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটেও তার 'ছাপ' পড়বে কি না, তা সময়ই বলবে। তবে গত বিধানসভায় যে তারকাদের তৃণমূল প্রার্থী করেছিল, তাঁরা 'সক্রিয়' বলেই দল মনে করছে। জুন মালিয়া, সোহম চক্রবর্তী, রাজ চক্রবর্তী, লাভলি মৈত্র, অদিতি মুন্সি, কাঞ্চন মল্লিকেরা এখন তৃণমূলের বিধায়ক। গায়ক ইন্দ্রনীল সেন তো মন্ত্রীও। বাঁকুড়া বিধানসভায় হেরে যাওয়ার পরেও সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় 'সক্রিয়'। পঞ্চায়েত ভোটেও ধারাবাহিক ভাবে প্রচারে অংশ নিয়েছিলেন। তবে এঁদের নিয়ে ভাবনাচিন্তার সময় এখনও রয়েছে। আপাতত লোকসভার প্রার্থিতালিকার দিকে তাকিয়ে দলের নেতা-কর্মীরা।কিন্তু সে অর্থে 'সামাজিক প্রতিষ্ঠা' নেই। অর্থাত, তৃণমূলে মিঠুন চক্রবর্তী, যোগেন চৌধুরী বা জহর সরকারদের দিন অতীত। দলের এক প্রথম সারির নেতা যাকে সোমবার বর্ণনা করেছেন, 'দিশাবদল' বলে। তাঁর কথায়, "এটা একেবারেই নতুন দিশায় পথচলা। তৃণমূলের এখন আর অলঙ্কারের প্রয়োজন নেই।"বস্তুত, দলের একটি বড় অংশ মনে করছে, এই প্রার্থিতালিকার মাধ্যমে আগামী বছর লোকসভা ভোটের প্রার্থী কেমন হবে, তা নিয়েও স্পষ্ট 'ইঙ্গিত' দিয়ে রাখল দল। অর্থাত, যাদবপুরে মিমি চক্রবর্তী বা বসিরহাটে নুসরত জাহান টিকিট পাবেন কি পাবেন না, সেই বিষয়েও ভাবনার অবকাশ তৈরি হল। বা ভাবনাচিন্তার 'সঙ্কেত' দিয়ে রাখা হল। লোকসভায় তৃণমূলের এখন চার জন 'তারকা সাংসদ' রয়েছেন। মিমি-নুসরত ছাড়াও সাংসদ দেব এবং শতাব্দী রায়। এঁদের মধ্যে দু'বারের সাংসদ দেব ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁর আর ভোটে দাঁড়ানোর ইচ্ছা নেই। আর শতাব্দী এখন 'নেত্রী' বেশি। 'অভিনেত্রী' কম। ফলে তাঁদের দু'জনকে নিয়ে সমস্যা নেই। কিন্তু দলের একটি অংশ মনে করছে, মিমি এবং নুসরতকে নিয়ে ভাবনাচিন্তার পরিসর তৈরি হয়েছে।অনেকেই মনে করছেন, রাজ্যসভার এই প্রার্থিতালিকায় তৃণমূলের 'সেনাপতি' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছায়া লম্বা হয়ে পড়েছে। প্রসঙ্গত, অভিষেক নিজে সংসদীয় রাজনীতিতে 'রাজনীতিক'-দেরই প্রাধান্য দেওয়ার পক্ষপাতী। দলের এক নেতার কথায়, "উনি পার্ট টাইম রাজনীতিকের পক্ষে নন। উনি চান, যিনি রাজনীতি করবেন, তিনি সর্বক্ষণের জন্যই রাজনীতি করবেন।"লক্ষণীয়, তৃণমূল রাজ্যসভায় আবার মনোনয়ন দিয়েছে ডেরেক ও'ব্রায়েন, দোলা সেন এবং সুখেন্দুশেখর রায়কে। প্রথম জন রাজ্যসভায় দলের নেতা। একদা খ্যাতনামী 'কুইজ় মাস্টার' হলেও এখন কুইজ□রে সঙ্গে তাঁর যোজন দূরত্ব। দোলা শ্রমিক ফ্রন্টের নেত্রী। তিনিও পুরোদস্তুর রাজনীতিক। সুখেন্দুশেখর রাজ্যসভায় 'নির্বাক' সদস্য নন। তদুপরি তিনি দলের মুখপত্রের সম্পাদকও বটে। তৃণমূল বাদ দিয়েছে শান্তা ছেত্রী এবং সুস্মিতা দেবকে। দলীয় সূত্রের খবর, তাঁরা বাদ পড়েছেন তাঁদের 'কাজ' নিয়ে দলীয় নেতৃত্ব সন্তুষ্ট না-হওয়ায়। সংসদের উচ্চকক্ষে যে পুরনো তিন জনকে তৃণমূল ফের পাঠাচ্ছে তাঁরা সারা বছর 'সক্রিয়' থাকেন। তৃণমূলের এক নেতার কথায়, "ওঁদের মধ্যে কোনও ফাঁকিবাজি নেই।"তিন প্রবীণের সঙ্গে রাজ্যসভায় টিকিট দেওয়া হয়েছে তিন 'নবীন' সামিরুল ইসলাম, প্রকাশ চিক বরাইক এবং সাকেত গোখলেকে। সামিরুল বামপন্থী মনোভাবাপন্ন (অনেকে তাঁকে 'নকশালপন্থী'ও বলছেন। যদিও তার কোনও সত্যতা মেলেনি)। এর আগে ভোটের রাজনীতি না-করলেও 'রাজনীতি সচেতন'। সংগঠনের কাজ করেন। অসমর্থিত সূত্রের খবর, ডেউচা পাচামিতেও তিনি 'গঠনমূলক' ভূমিকা পালন করেছেন। তদুপরি সামিরুল শিক্ষিত। নিজে অধ্যাপনা করেন। তৃণমূলের একটি সূত্রের দাবি, ফুরফুরা শরিফের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ রয়েছে। যে সূত্রে অনেকে বলছেন, সামিরুলকে আনা হল নওশাদ সিদ্দিকির 'মোকাবিলা' করতেও। তাঁদেরই বক্তব্য, লোকসভা ভোটের আগে তৃণমূল যে রাজ্যসভায় একটি মুসলিম মুখ পাঠাবে, তা প্রত্যাশিতই ছিল। কিন্তু সেটি যে সামিরুল হবেন, তা প্রায় কেউই ভাবতে পারেননি।প্রকাশ চা বলয়ের আদিবাসী মুখ। তাঁর টুইটার হ্যান্ডলের 'কভার'-এর ছবিটি অভিষেকের 'নবজোয়ার যাত্রা'র পোস্টারের। তাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এভং অভিষেকের ছবি রয়েছে। প্রকাশ আলিপুরদুয়ারের জেলা তৃণমূল সভাপতিও বটে। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর জন্মদিনে তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন এই আদিবাসী নেতা। আদিবাসীদের মধ্যে বিজেপির 'প্রভাব' খর্ব করতে প্রকাশকে মনোনয়ন দিয়ে আদিবাসী সমাজকে 'বার্তা' দেওয়া হয়েছে বলেই তৃণমূল সূত্রের খবর। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ঘটনাচক্রে তৃণমূল যশোবন্ত সিন্‌হাকে সমর্থন করেছিল। বিজেপি তার পরে দ্রৌপদীর নাম ঘোষণা করে। কিন্তু তখন আর মমতার পক্ষে দেশের প্রথম আদিবাসী রাষ্ট্রপতির নাম সমর্থন করার উপায় ছিল না। সেই সূত্রে বিজেপি বার বার তৃণমূলকে আক্রমণ করেছে। অনেকে মনে করছেন, সেই 'রাজনৈতিক' কারণেই প্রকাশকে রাজ্যসভায় পাঠাচ্ছে তৃণমূল।তৃতীয় নবীন সাকেত জাতীয় স্তরে 'মোদী-বিরোধী' মুখ হিসেবে নিজেকে খানিকটা প্রতিষ্ঠা করেছেন। ঘটনাচক্রে, সাকেতকে মোদীর রাজ্য গুজরাতের পুলিশ গ্রেফতার করেছিল রাজস্থানের জয়পুর বিমানবন্দর থেকে। সেই অর্থে সাকেতের মনোনয়নও 'রাজনৈতিক'। দ্বিতীয়ত, সাকেত ডেরেকের খুবই 'আস্থাভাজন'।

ন্যায় কর্মফল দাতা শনি দেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

কারও উপর শুভ প্রভাব বিস্তারের সময় তিনি আসেন তামা ও রুপোর চরণে। এই সময় মানুষের জাগতিক সমস্ত শুভ কর্মে সুখ ও সাফল্য আসে। যখন সূর্যতনয় শনিদেব নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কারও উপর অপার করুণা করেন তখন তিনি আসেন সোনার চরণে।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে উল্লেখ করা হয়েছে, এমন নানা জায়গাও রয়েছে এই বাংলাতে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(শেষ পর্ব)

কলকাতা থেকে ৫৮ কিলোমিটার দূরের এই শহরে অতীতে যমুনা নদীর ধারে ছিল বহু চিনির কল। এখানকার আখের লাল চিনির কদর ছিল গোটা দেশে। তা বাইরে রফতানিও হত। খাঁটুরা উত্তর পাড়ায় ছিল লবণ কারখানা। নীল চাষও হত। এখানকার সরকার পাড়ায় নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষ দেখেছেন অনেক প্রবীণ মানুষ। এখানকার বাসিন্দা প্রমথনাথ বসু জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার উচ্চপদে চাকরি করেছেন। তিনি ময়ূরভঞ্জ লৌহ খনি আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর নামেই তৈরি হয়েছিল গোবরডাঙার টাউন হল।১৯৪৭ সালে তৈরি হয় গোবরডাঙা হিন্দু কলেজ। গোবরডাঙা খাঁটুরা হাইস্কুল স্থাপিত হয় ১৮৫৬ সালে। যা দেশের মধ্যে অন্যতম প্রাচীন হাইস্কুল। গোবরডাঙা হাই ইংলিশ স্কুল ও খাঁটুরা মিডল ইংলিশ স্কুল দুটি মিলে তৈরি হয়েছিল খাঁটুরা উচ্চ বিদ্যালয়। এলাকার শিক্ষা প্রসারে স্কুলটির অবদান প্রচুর, এমনটাই মত গোবরডাঙাবাসীর।তবেই প্রসন্নময়ী কালীমন্দির তৈরির পর থেকে জমিদারদের প্রচলিত ঐতিহাসিক গোষ্ঠবিহার উৎসব ও মেলা চালু হয় যমুনার তীরে। প্রতি বছর পয়লা বৈশাখ থেকে ওই মেলা শুরু হয়। গোষ্ঠবিহার উত্সবের জনপ্রিয়তা আজ গোটা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। জমিদার বাড়ি সদস্যেরা ওই মেলার সঙ্গে যুক্ত। অতীতে যমুনা নদীতে বড় বড় নৌকায় করে ব্যবসায়ীরা পসরা নিয়ে মেলায় হাজির হতেন। মেলায় মশলার হাট বসত, এখনও যা চলছে। ওই উৎসবের মাধ্যমেই গোবরডাঙায় নববর্ষের সূচনা হত। এক সময়ে ওই উত্সবে একটি খেপা ষাঁড়ের সামনে শূকর ছানা ফেলে হত্যার প্রথা ছিল। তা অবশ্য এখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে।ঐতিহাসিক এই গোবরডাঙ্গা সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে এই জেলার টাকি র ইতিহাস, যা বাংলা তথা বাংলাদেশের ইতিহাসের সামঞ্জস্য বজায় রেখেছে।বাংলাদেশ লাগোয়া টাকি শহরের ইতিহাস লিখতে গিয়ে ,আজ বলবো এমনই একজনের কথা যিনি না থাকলে টাকি গন্ডগ্রাম থেকে কখনও শহর হতে পারত না বোধ হয় । লোকটির নাম রামকান্ত মুন্সী। মুঘল যুগে বাবরের কথা নিশ্চই শুনেছেন । টাকিতে যদি কাউকে বাবর আখ্যা দেওয়া হয় তবে তিনি এই রমাকান্ত মুন্সী ছাড়া আর কেউ নন, মূলনাম রামকান্ত রায়চৌধুরী । আসুন আজ একটু রামকান্ত বাবুর ব্যাপারে জানি ।টাকিতে জমিদারি ব্যবস্থার বিকাশ সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমল থেকে । সে সময় টাকির জমিদাররা গ্রামীণ স্তরের মালগুজারি জমিদার ছিলেন । এদের সম্পত্তি নিয়ে শরিক দের মধ্যে বেশ ঝামেলা ছিলো । দীর্ঘবিবাদের পর অবশেষে অষ্টাদশ শতকের শুরুর দিকে টাকির মূল জমিদার হয়ে উঠলো বড় রায়চৌধুরী পরিবার আর বাকি শরিকদের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিতও করলেন । বাকি শরিকদের অন্যতম ছিলো রামদেব যার ছেলে ছিলেন এই রামকান্ত, ছোট থেকে বেশ অভাব দারিদ্রের মধ্যে দিয়ে কাটলেও অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন তিনি , সংস্কৃতের বহু পুঁথি তার মুখস্থ ছিলো , সে যুগের সরকারী ভাষা ফার্সিতে ছিলো তার অসাধরণ দক্ষতা , যেমন পড়ার ক্ষমতা তেমনই লেখার গুণ , 'জমা-ওয়াশিল বাকি' (বর্তমান অ্যাকাউন্টেন্সির মধ্যযুগীয় রূপ) নামে যে পাঠ দেওয়া হতো টাকির মক্তবে তা বেশ ভালো ভাবে রপ্ত করেন তিনি । কিন্তু অল্প বয়সে বাবা মারা যাওয়ায় পরিবারের লোকজন ষড়যন্ত্র করে তাকে বাড়ী থেকে উচ্ছেদ করে দেয় , পরিবারের ছোট ভাইদের ও বিধবা মাকে টাকিতে এক আত্মীয়ের বাড়ী রেখেই রামকান্ত চলে যান ভাগ্যান্বেষণে কোলকাতায় , তখন কোলকাতার পরিস্থিতি বদলাচ্ছে , ইংরেজদের মূলঘাটি কোলকাতায় , পলাশীর যুদ্ধে মুর্শিদাবাদের নবাব সিরাজও গেছেন হেরে , ফলে যারা কোলকাতায় কোম্পানীর দেওয়ান হিসাবে কাজ করতেন তারা বেশ পয়সা কামানোর সুযোগ পান। এমনই একজন দেওয়ান ছিলেন গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ , রমাকান্ত ১৭৬১ সালে তার সেরেস্তার কর্মচারী হিসাবে নিযুক্ত হন । রমাকান্তের হিসাবে দক্ষতা ও ফার্সি ভাষায় নিপুণতা দেখে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ অত্যন্ত মুগ্ধ হন এবং অল্প দিনেই রমাকান্ত তার প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন , গঙ্গাগোবিন্দ রামকান্তকে নিজের ছোট ভাইয়ের থেকে কম ভালোবাসতেন না। ১৭৬৫ সালে দেওয়ানী লাভের পর থেকেই গঙ্গাগোবিন্দের সঙ্গে কম্পানীর ঘনিষ্ঠতা বাড়ে । ১৭৭২ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলার গভর্ণর জেনারেল হয়ে কোলকাতায় আসেন। ইংরেজ কর্মচারীরা এদেশীয় ভাষা, রীতিনীতি ও ভূমিব্যবস্থা সম্পর্কে ছিলেন একেবারে অনভিজ্ঞ , তাই তাদের প্রয়োজন ছিলো একজন ফার্সি ভাষায় শিক্ষিত ব্যক্তির যিনি হিসাব নিকাশেও যথেষ্ঠ দক্ষ । গঙ্গাগোবিন্দ রামকান্তকে নিয়ে যায় ওয়ারেন হেস্টিংস এর কাছে, হেস্টিংস গুণী মানুষ চিনতে ভুল করেননি । রামকান্তকে নিয়োগ করলেন চিফ সেক্রেটারী (মুন্সী)পদে। সেই থেকেই টাকির দক্ষিণ বাড়ীর সদস্যরা রায়চৌধুরীর বদলে 'মুন্সী' পদবি ব্যবহার করতেন । যেমন কালীনাথ রায়চৌধুরী কালীনাথ মুন্সী নামে জনপ্রিয় ছিলেন।

যাইহোক ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানীর মুখ্য দলিল নির্মাতা হয়ে রামকান্ত একে একে উত্তরবঙ্গ, দিনাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলে কোম্পনির হয়ে পরীক্ষামূলক বন্দোবস্ত শুরু করে দিলেন , ১৭৭৩ সালে কোচবিহার, গোরক্ষপুর , নাগপুর প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যকে ব্রিটিশ শাসনের আংশিক অঙ্গীভূত করার কৃতিত্বও তার । জমি বন্দোবস্তের অভিজ্ঞতা থাকায় লর্ড কর্ণোয়ালিশ ও স্যর জন শোর তাকে ভারতের বোর্ড অফ রেভিনিউ এর অন্যতম সদস্য মনোনিত করেন । তাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনেও যথেষ্ঠ সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি। এভাবে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পনির একজন একনিষ্ঠ সদস্য হিসাবে প্রচুর টাকা উপার্জন করে দেশে ফিরেছিলেন তিনি ।টাকিতে ফিরেই সবার আগে বড়ো রায়চৌধুরীদের থেকে নিজের পৈত্রিক সম্পত্তি কিনে তার দক্ষিণ দিকে ইছামতী নদী তীরে নিজের বাড়ী তৈরী করেনু যার নাম দেন 'দক্ষিণের বাড়ী'। যার (ভগ্নপ্রায়) ছবি নীচে দেওয়া হয়েছে । এরপর চিরস্থায়ী ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে উপার্জিত অর্থ দিয়ে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে প্রচুর জমি কিনে জমিদারির ভিত্তি স্থাপন করেন । পরে এই প্রক্রিয়াকেই গতি দেয় তার উত্তরাধিকারীরা । যার অন্যতম ছিলেন কালীনাথ মুন্সী । পিতামহ যে সাম্রাজ্যের সূত্রপাত ঘটায় তাকেই হুবহু অক্ষত রেখে টাকির বহু প্রগতিশীল কাজে অংশ নিয়েছিলেন রামমোহন রায় ও দ্বারকনাথ ঠাকুরের এই পরম বন্ধু (কালীনাথ) । এছাড়া সমস্ত ঝগড়া ঝামেলা ভুলে শরিকের বেশীর ভাগ সদস্যদের চাকরির ব্যবস্থা করে দেন এই রামকান্তই - এরাই পরে টাকা পয়সা উপার্জন করে জমিদারি কিনে জমিদারি বৃদ্ধি করেন এবং টাকিতেই রামকান্তের অনুকরণে পুবের বাড়ী, পশ্চিমের বাড়ী প্রভৃতি তৈরী করেন । এবং টাকি মূলত এই সময় থেকেই জমিদারী ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠে । অন্যদিকে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে প্রাচীন বাংলার ইতিহাস। বিচ্ছিন্ন ভাবে সেই উপাদানগুলি সংরক্ষণ বা গবেষণার কাজ হয়েছে। কিন্তু সরকারি উদ্যোগের অভাব নিয়ে অভিযোগ বিস্তর। এ বার জেলা গ্রন্থাগারের উদ্যোগে দক্ষিণ ২৪ পরগনার পর্যটন মানচিত্র। তাতে থাকছে জেলার প্রত্নতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক ও লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানগুলি কোথায় মিলবে তার খোঁজখবরও। আমতলার কাছে বিদ্যানগরে অবস্থিত জেলা গ্রন্থাগারের হীরকজয়ন্তী বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে তারা প্রকাশ করতে চলেছে বিশদ তথ্য ও ছবি সম্বলিত গ্রন্থ, পর্যটন মানচিত্র, ওয়েবসাইট ও ডিজিটাল সংস্করণও। জেলা থেকে প্রকাশিত গ্রন্থ, ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকা, সংবাদপত্র সংগ্রহ ও চর্চাকেন্দ্র গঠনও করা হচ্ছে।এই জেলায় এক দিকে যেমন রয়েছে নানা প্রত্নক্ষেত্র তেমনই রয়েছে ঐতিহাসিক স্থান। যেমন রয়েছে পাল সেন যুগের মন্দিরের জন্য বিখ্যাত সাগরের মন্দিরতলা বা একাদশ শতকের জটার দেউল তেমনই রয়েছে ১৭৫৬ সালে মুর্শিদাবাদের নবাব সিরাজের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধস্থল। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে উল্লেখ করা হয়েছে, এমন নানা জায়গাও রয়েছে এই জেলায়। যেমন ছত্রভোগ। এসেছেন নানা মনীষীও। গবেষক ও পর্যটক, দু'তরফেই এই জায়গাগুলি সম্পর্কে বিশদ তথ্যের খোঁজ করা হত। কিন্তু কোনও একটি জায়গা থেকে তা পাওয়ার উপায় ছিল না। এ বার সেই সমস্যারই সমাধান হতে চলেছে।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

হিরানির সিনেমা দিয়ে ফিরছেন আমির

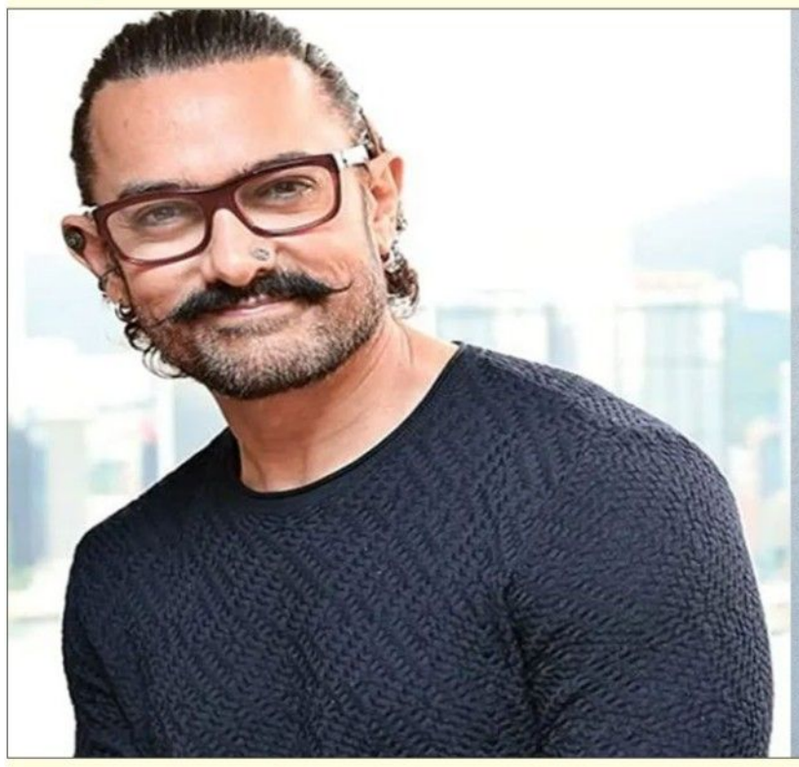

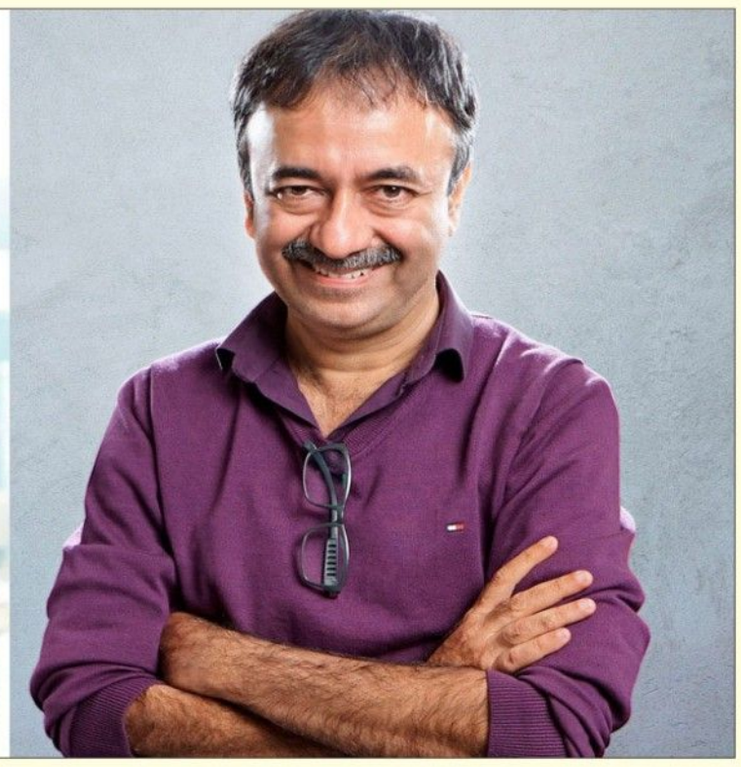

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বলিউড অভিনেতা আমির খানকে বলা হয় 'মিস্টার পারফেকশনিস্ট'। খুব বেছে বেছে কাজ করেন। এভাবে করে সফলতাও পাচ্ছিলেন বেশ। কিন্তু গত দুটি সিনেমা বক্স অফিসে মুখ থুবড়ে পড়ে। এরপরই সিদ্ধান্ত নেন সিনেমা থেকে সাময়িক বিরতির।

অবশেষে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেন আমির। বলিউডের 'হিট মেশিন' খ্যাত পরিচালক রাজকুমার হিরানির হাত ধরে ফিরছেন সিনে পর্দায়। জানা গেছে, আমির-হিরানি মিলে নতুন একটি সিনেমা করবেন যেটি হবে বায়োপিক।

এ বিষয়ে দুজনের ঘনিষ্ঠ এক সূত্র ভারতীয় এক সংবাদমাধ্যমকে জানায়, রাজকুমার হিরানি আর আমির খান একে অপরকে খুব পছন্দ করেন একথা সত্যি। অনেক দিন ধরেই তারা একসঙ্গে কাজ করতে চাইছিলেন। অবশেষে একটা বিষয় দুজনেরই পছন্দ হয়েছে, যা একটি বায়োপিক। আমির তো শুনে প্রায় উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন।

তবে এখনই এই বায়োপিকের কাজ শুরু হওয়ার সম্ভাবনা নেই বলে জানায় ওই সূত্র। বর্তমানে শাহরুখ খানের সঙ্গে 'ডাঙ্কি'র কাজ নিয়ে ব্যস্ত। সেই সিনেমা শেষ হলেই তিনি হয়তো আমিরকে নিয়ে ওই বায়োপিকের কাজ শুরু করবেন।

প্রসঙ্গত, ২০০৯ সালে আমির-হিরানি মিলে উপহার দেন 'থ্রি ইডিয়টস'-এর মতো ব্লকবাস্টার সিনেমা। এরপর ফেরেন পাঁচ বছর পর। ২০১৪ সালে এই নির্মাতা-অভিনেতা জুটি ফের ঝড় তোলেন বক্স অফিসে। সেবার 'পিকে' দিয়ে গড়েন নতুন বক্স অফিস রেকর্ড। প্রায় এক দর্শক পর ফিরছে এই হিট জুটি। হিরানি

মুক্তির আগেই শাহরুখের সিনেমার আয় ৫০০ কোটি টাকা!

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ২০১৮ সালের একেবারে শেষের দিকে মুক্তি পেয়েছিল শাহরুখ খান অভিনীত 'জিরো'। বক্স অফিসে আনন্দ এল রাই পরিচালিত সিনেমাটির ভরাডুবি হয়েছিল। এরপর দীর্ঘ চার বছরের বিরতি নিয়ে চলতি বছর বাদশাহর মতোই প্রত্যাবর্তন শাহরুখের। বছর শুরু করেছেন 'পাঠান'র মতো ব্লকবাস্টার সিনেমার মাধ্যমে। দেশ-বিদেশ মিলিয়ে বক্স অফিসে প্রায় ১১০০ কোটি টাকার ব্যবসা করেছে শাহরুখের এই সিনেমা। এবার পালা 'জওয়ান'র। দক্ষিণী পরিচালক অ্যাটলির এ সিনেমার মাধ্যমে প্যান ইন্ডিয়ান সিনেমা দুনিয়ায় পা রাখতে চলেছেন শাহরুখ। দীর্ঘ জল্পনার পরে অবশেষে আগামী ৭ সেপ্টেম্বর মুক্তি পেতে চলেছে জওয়ান। তার পরেই আসবে 'ডাঙ্কি'। রাজকুমার হিরানি পরিচালিত এ সিনেমায় তাপসী পন্নুর সঙ্গে জুটি বেঁধেছেন শাহরুখ। চলতি বছরের শেষে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে সিনেমাটির। তবে তার আগেই এই দুই সিনেমা থেকে প্রায় ৫০০ কোটি টাকা আয় করেছেন শাহরুখ। কিন্তু কীভাবে?

দিন কয়েক আগেই খবর মিলেছিল, রেকর্ড দামে বিক্রি হয়েছে জওয়ান ছবির গানের স্বত্ব। শুধু গানের স্বত্বই নয়, স্যাটেলাইট, ডিজিটাল ও গানের স্বত্ব মিলিয়ে প্রায় ২৫০ কোটি টাকা পকেটে এসেছে নির্মাতাদের। একই পথে হেঁটেছে রাজকুমার হিরানির ডাঙ্কিও। প্রায় ২৩০ কোটি টাকায় বিক্রি হয়েছে এ সিনেমার স্যাটেলাইট, ডিজিটাল ও গানের স্বত্ব। সব মিলিয়ে ইতোমধ্যে প্রায় ৪৮০ কোটি টাকার ব্যবসা করে ফেলেছে শাহরুখের আসন্ন দুটি সিনেমা জওয়ান ও ডাঙ্কি।

অ্যাটলির জওয়ান সিনেমায় ফের অ্যাকশন হিরোর ভূমিকায় দেখা যাবে শাহরুখকে। এর আগে পাঠান সিনেমায় শাহরুখের সেই ভূমিকাকে পছন্দ করেছেন দর্শকরা। নির্মাতাদের প্রত্যাশা, সর্বভারতীয় স্তরে আরও বেশি সংখ্যক দর্শকের কাছে পৌঁছতে পারবে সিনেমা। অন্যদিকে ডাঙ্কি সিনেমায় সেনা কর্মকর্তার ভূমিকায় দেখা যেতে পারে শাহরুখকে। এর আগে সেনার পোশাকে 'জব তক হ্যায় জান' সিনেমায় অভিনয় করেছিলেন শাহরুখ। প্রিয় তারকাকে আরও এক বার সেই ভূমিকায় দেখতে মুখিয়ে অনুরাগীরা।

শাহরুখ নেই শুনেই 'ডন থ্রি'তে অভিনয়ে রাজি প্রিয়াঙ্কা!

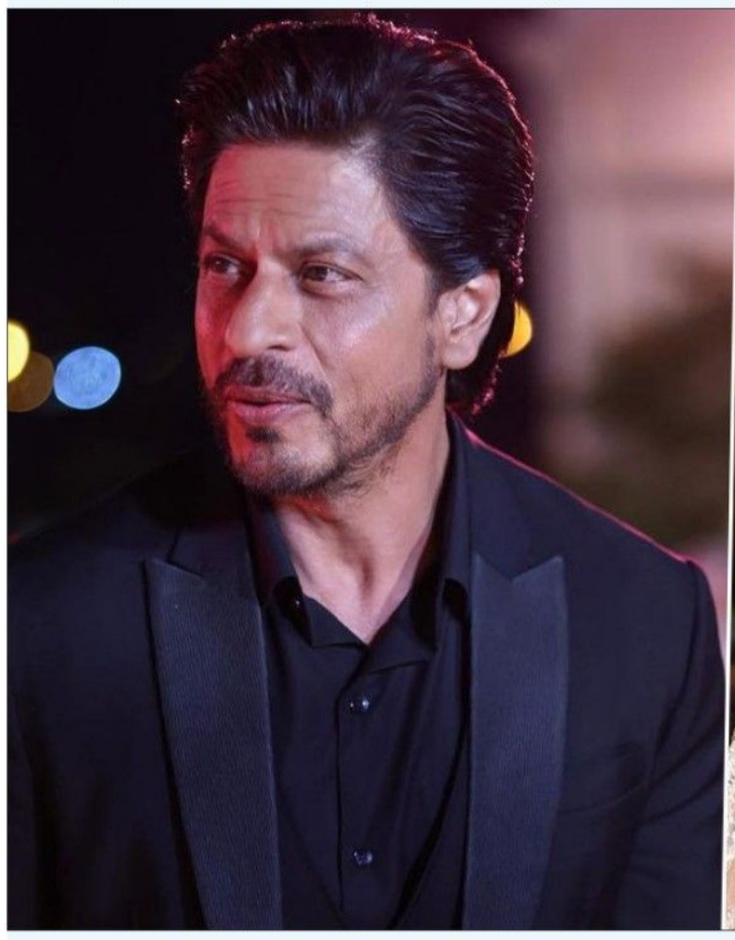

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : মাসখানেক ধরেই বলিউডে 'ডন ৩' নিয়ে নিয়ে আলোচনা তুঙ্গে। শুটিং শুরু হওয়ার আগে থেকেই একের পর এক জল্পনা দানা বেঁধেছে সিনেমাটিকে ঘিরে। 'ডন' এবং 'ডন ২' এর পরে 'ডন ৩' সিনেমায় ফিরে আসার কথা ছিল শাহরুখ খানের। তবে তার পরেই খবর মেলে, এই সিনেমায় অভিনয় করতে রাজি হননি তিনি। গুঞ্জন রয়েছে, বিস্তর জল্পনা-কল্পনার পর 'ডন ৩' সিনেমার জন্য নাকি রণবীর সিংহকে চূড়ান্ত করা হয়েছে। তবে 'ডন' চরিত্রে রণবীরের নাম চূড়ান্ত হলেও অন্যান্য চরিত্র নিয়ে এখনও জল্পনা চলছে। সিনেমার অন্য চরিত্রদের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র 'রোমা'। 'ডন' সিনেমার আগের রোমার চরিত্রে দেখা গিয়েছিল প্রিয়াঙ্কা চোপড়াকে। 'ডন ৩' সিনেমায় কি ফিরবেন তিনি?

২০০৬ সালে ফারহান আখতার পরিচালিত 'ডন' সিনেমায় প্রথম একসঙ্গে কাজ করেন শাহরুখ ও প্রিয়াঙ্কা। তার পরে ২০১১ সালে 'ডন ২' সিনেমাতেও নিজেদের চরিত্রে ফেরেন তাঁরা। সে সময়েই কানাঘুষো শোনা যায়, পর্দার বাইরে দুই তারকার সম্পর্কের সমীকরণ নিয়ে। তা নিয়ে পরে চর্চা বাড়লে, বিবাহবিচ্ছেদের মতো কঠিন সিদ্ধান্ত নেন শাহরুখ খানের স্ত্রী গৌরী খান। স্ত্রীকে শান্ত করতে নাকি শাহরুখ কথা দিয়েছিলেন প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে আর কোনো সিনেমায় কাজ করবেন না।

গত ১২ বছরে একে অপরের ছায়াও মাড়াননি শাহরুখ ও প্রিয়াঙ্কা। তাই 'ডন ৩' সিনেমায় প্রিয়াঙ্কার প্রত্যাবর্তন যে এক প্রকার অসম্ভব, তা ধরেই নেওয়া হয়েছিল। তবে সিনেমা থেকে শাহরুখ সরে যাওয়ায় খেলা ঘুরে গিয়েছে। ডন চরিত্রে রণবীর আসায় 'ডন ৩' সিনেমায় রোমার চরিত্রে প্রিয়াঙ্কার ফেরার সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। এখন পর্যন্ত তা নিয়ে কোনো জোরালো খবর না মিললেও শোনা যাচ্ছে, এ সিনেমায় ফেরার সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেননি প্রিয়াঙ্কা নিজেও।

পরিচালক হিসেবে ফারহানের অন্যতম সফল সিনেমা 'ডন'। ২০০৬ সালে 'ডন' এবং তার পর ২০১১ সালে মুক্তি পায় 'ডন ২'। এ দুই সিনেমার মাধ্যমে বক্স অফিসে সাফল্যের পাশাপাশি সমালোচকদের প্রশংসাও অর্জন করেছিলেন ফারহান। ১৯৭৮ সালে 'ডন' হিসেবে দর্শকদের সামনে হাজির হয়েছিলেন অমিতাভ বচ্চন। বিগ বি-এর পরে এই চরিত্রে স্বতন্ত্র পরিচিতি তৈরি করেছিলেন শাহরুখ। তবে ২০১১ সালে 'ডন ২' মুক্তির পরে এই চরিত্র থেকে লম্বা বিরতি নেন তিনি। তারপর কেটে গেছে এক যুগেরও বেশি সময়। চলতি বছরে ফের চর্চা শুরু হয় 'ডন ৩; নিয়ে।

জালিয়াতির মামলা, ফের দিল্লি কোর্টে জ্যাকুলিন

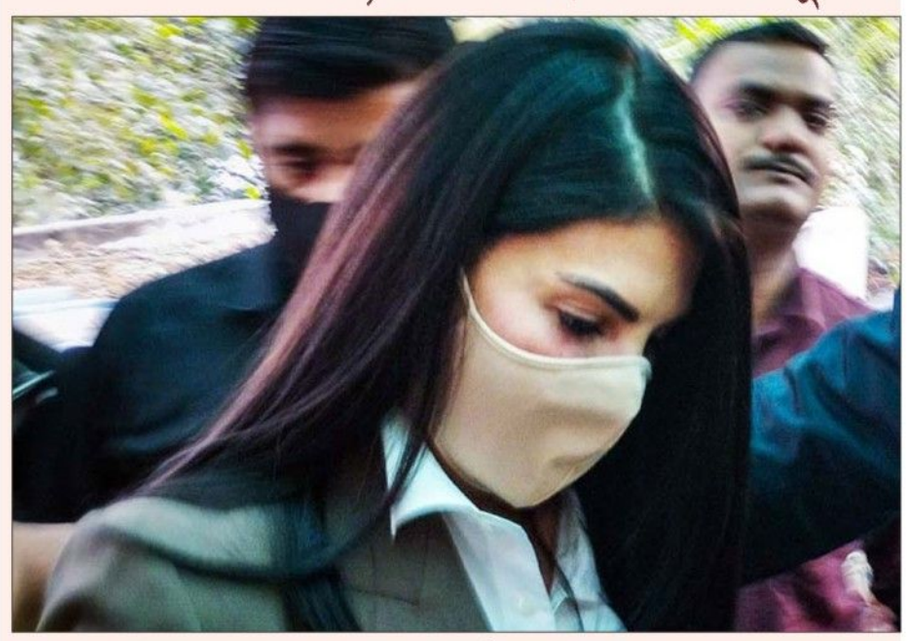

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ২০০ কোটি রুপি জালিয়াতির মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে আছেন কনম্যান সুকেশ চন্দ্রশেখর। এ মামলায় সুকেশের সঙ্গে নাম জড়িয়ে যায় জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজের। তার বিরুদ্ধে একটি অতিরিক্ত চার্জশিটও গঠন করে ভারতের সম্পত্তিবিষয়ক মামলার তদন্তকারী গোয়েন্দা সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। এই মামলাতেই একাধিকবার আদালতে যেতে হয়েছে জ্যাকুলিনকে। বিদেশযাত্রার জন্যও বার বার আদালতে আর্জিও জানাতে হয়েছে তাকে। ওই মামলাতেই বুধবার ফের দিল্লির আদালতে হাজিরা দিলেন বলিউড অভিনেত্রী। গত বছর ইডির চার্জশিটের ভিত্তিতেই আদালতে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয় জ্যাকুলিনকে। ৫০ হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন পান অভিনেত্রী।

আর কোনও

মেসি ভবিষ্যতে হবে না

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : কাতারের লুসাইল স্টেডিয়ামে ক্যারিয়ারের একমাত্র আক্ষেপ ঘুচিয়েছেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা লিওনেল মেসি। একইসঙ্গে সাড়ে তিন দশক পর আকাশী-সাদা জার্সিধারীদের সোনালী ট্রফি জয়ের স্বাদ এনে দিয়েছেন। এর মাধ্যমে বিশ্বসেরা হওয়ার বিষয়ে চলমান অনেক আলোচনার অবসান করেছেন এই ক্ষুদে জাদুকর। সতীর্থদের কাছেও তিনি পরম আরাধ্য। তাই তো সুযোগ পেলেই বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দলটির অন্য সদস্যরা মেসি-বন্দনায় মেতে ওঠেন। ভারতের কলকাতায় বসেও একইভাবে এই মহাতারকার স্তুতি গেয়েছেন গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্টিনেজ।

দুই দিনের সফরে বর্তমানে কলকাতায় অবস্থান করছেন এই বিশ্বকাপজয়ী গোলরক্ষক। তার আগমনে তুমুল উন্মাদনায় ভাসছেন ভক্তরা। মার্টিনেজের আগমনকে কেন্দ্র করে শহরটিতে একাধিক অনুষ্ঠান এবং সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়েছে। সেখানেই নিজের সতীর্থ মেসিকে নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে ভবিষ্যতে তার মতো আর কেউ হবে না উচ্চারণ করেছেন দৃঢ়কণ্ঠে।

মোহনবাগান ক্লাবের সাবেক ফুটবলারদের মিলনমেলা প্রাঙ্গণে এক আলাপচারিতায় মার্টিনেজ বলেন, 'মেসি বিশ্বের সর্বকালের সেরা ফুটবলার। মেসি একজনই। ভবিষ্যতে আর কেউ মেসি হবে না। আমি ভাগ্যবান যে মেসির সঙ্গে খেলি।'

একইসঙ্গে মেসি ও পর্তুগিজ সুপারস্টার ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর মাঝে চলমান আলোচনাকেও উসকে দিয়েছেন মার্টিনেজ। তার চোখে রোনালদো শুধুমাত্র একজন ফুটবলার, এর বেশি নয়। তাই তো দুজনের মধ্যে স্বদেশি তারকা মেসিকেই এগিয়ে রেখেছেন তিনি। একইসঙ্গে স্মরণ করেছেন ফ্রান্সের সঙ্গে ফাইনালে টাইব্রেকার পরবর্তী সময়ের কথা, 'মেসি এসে বলেছিল, তুমি আগেও আমাদের জিতিয়েছ। আবার জেতালে। অনেক ধন্যবাদ।'

বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে নেদারল্যান্ডসকে হারানোর পর গোটা দল যখন একদিকে উল্লাসে মত্ত, তখন মেসি ছুটে গিয়েছিলেন তার প্রিয় 'দিবু'র কাছে। বিশ্বকাপের ফাইনালে জেতার পরও তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে দেখা গিয়েছিল মেসিকে। অথচ কাতারে আর্জেন্টিনার ফুটবলারদের একটাই লক্ষ্য ছিল, মেসির জন্য কাপ জেতা। সেই কারণে গ্রুপ পর্বের প্রথম ম্যাচে হেরে গেলেও তাদের বিশ্বাস ছিল যে শেষপর্যন্ত তারাই জিতবেন।

বিশ্বকাপ জয়ের পথে অধিনায়ক মেসি সামনে থেকে নেতৃত্ব দিলেও একেবারে শেষ মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল মার্টিনেজের। ফাইনালে অতিরিক্ত সময়ের শেষদিকে সামনে এগিয়ে এসে তিনি ফ্রান্সের কোলো মুয়ানির শট বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। নইলে সেখানেই স্বপ্নভঙ্গ হত মেসিদের। এর আগে কোপা আমেরিকার শিরোপা জয়েও দারুণ অবদান ছিল এই গোলরক্ষকের। আগামী কোপাও জয়ের আশা মার্টিনেজের, 'সামনের বছর কোপা জিততে চাই। তারপর আবার বিশ্বকাপ জিততে নামব। আমাদের দল খুব ভালো। পরের বারও বিশ্বকাপ জেতার ক্ষমতা আছে আমাদের।'

বার্সা নয় রিয়ালে যোগ দিচ্ছেন 'তুর্কি মেসি'

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : লিওনেল মেসির মতো ফরোয়ার্ড নন আর্দা গুলের। তুরস্কের ১৮ বছরের তরুণ খেলেন অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার হিসেবে। তবু তাকে তুলনা করে বলা হয় 'তুর্কি মেসি'।

বার্সেলোনা মাতিয়ে রেডর্ক ব্যালন ডি অর জয়ী, আর্জেন্টিনার হয়ে বিশ্বকাপ জয়ী মেসির সঙ্গে তুলনা হওয়া তরুণকে কিনতে ইউরোপের শীর্ষ পর্যায়ের ক্লাব ঝাপিয়ে পড়বে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর্দা গুলের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। তাকে কেনার চেষ্টা করেছে আর্সেনাল। রিয়াল মাদ্রিদ ও বার্সেলোনা তরুণ এই মিডফিল্ডারকে কিনতে লড়াই করেছে। তবে তরুণ ফুটবলার বাগিয়ে নিতে পটু রিয়াল মাদ্রিদই তাকে পেতে যাচ্ছে। 'তুর্কি মেসি' খেলেন তুরস্কের ক্লাব ফেনেরবেসে। দুই মৌসুম ক্লাবটির হয়ে ৫১ ম্যাচ খেলে ৯ গোল করেছেন তিনি। ক্লাবটির প্রেসিডেন্ট আলী কক ইঙ্গিত করেছেন যে, চলতি গ্রীষ্মের দলবদলের মৌসুমেই লস ব্লাঙ্কোস শিবিরে যোগ দেবেন আর্দা। ক্লাবটির প্রেসিডেন্ট বলেছেন, 'কোন শর্তে আর্দা চলে যাবেন আমি তা পরে জানাবো। আপাতত এইটুকু বলছি যে, আগামী মৌসুমের শুরুতে সে আমাদের সঙ্গে থাকছে না।'

সংবাদ মাধ্যম দাবি করেছে, রিয়াল মাদ্রিদ তরুণ এই মিডফিল্ডারকে ২০ মিলিয়ন ইউরো দিয়ে কিনছে। সঙ্গে ২০ শতাংশ এড অন্স, বোনাস ও কর বাবদ দিতে হবে স্প্যানিশ ক্লাবটির। আর্দা গুলের বার্সাকে উপেক্ষা করে রিয়ালকে বেছে নেওয়ায় ক্ষুব্ধ ফেনেরবেস। ক্লাব কর্তারা তাকে বার্সার কাছে বিক্রি করতে চেয়েছিল। কারণ বার্সা ধারে পুরো একটি মৌসুম তাকে ফেনেরবেসে রাখতে চেয়েছিল।

ভারতের টি-টোয়েন্টি দল ঘোষণা, নেতৃত্বে হার্দিক

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য তারুণ্যে ভরপুর স্কোয়াড ঘোষণা করেছে ভারত। ১৫ সদস্যের স্কোয়াডে আইপিএল তারকাদের ছড়াছড়ি। নতুন মুখ হিসেবে ভারতের টি-টোয়েন্টি স্কোয়াডে জায়গা পেয়েছেন মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের তিলক বার্মা। আছেন রাজস্থান রয়্যালসের যশস্বী জসওয়ালও। তরুণ পেসার মুকেশ কুমারেরও নাম রয়েছে স্কোয়াডে। যদিও কলকাতার হয়ে আইপিএল মাতানো রিংকু সিংয়ের জায়গা হয়নি।

আইপিএলে গত দুই মৌসুমে কেকেআরের হয়ে ছন্দে ছিলেন রিংকু। বিশেষ করে সর্বশেষ আসরে বার বার নজরে এসেছেন তিনি। ভারতীয় বোর্ড তরুণদের সুযোগ দিতে চাইছে টি-টোয়েন্টি দলে। তাই অনেকেই মনে করেছিলেন টি-টোয়েন্টি দলে হয়তো রিংকুকে নেওয়া হতে পারে। কিন্তু সেই আশা অপূর্ণই থেকে গেল। রিংকুকে আরও কিছুটা সময় দেওয়া দরকার বলে মনে করছেন নির্বাচকেরা।

এক দিন আগেই অজিত আগারকর ভারতের প্রধান নির্বাচক হয়েছেন। তারপরের দিনই তিনি টি-টোয়েন্টি দল বেছে নিলেন। যথারীতি হার্দিক পান্ডিয়ার হাতে নেতৃত্বে ভরসা রাখলেন ভারতের নির্বাচকরা। ভাইস ক্যাপ্টেন করা হয়েছে সূর্যকুমার যাদবকে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে দাবি, হার্দিক-সূর্যকে কেন্দ্র করেই ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য দল গড়ে তুলতে চাইছেন নির্বাচকরা। দুই উইকেটকিপার হিসেবে দলে রয়েছেন ইশান কিষান ও সাঞ্জু স্যামসন।

টি-টোয়েন্টি স্কোয়াডে চারজন স্পিনার রাখা হলেও জায়গা হয়নি রবীন্দ্র জাদেজার। চার স্পিনার হলেন কুলদীপ যাদব, যুজবেন্দ্র চাহাল, অক্ষর প্যাটেল ও রবি বিষ্ণোই। ভারতের পেস আক্রমণও একেবারে তরুণ। মুকেশ-আবেশের পাশাপাশি স্কোয়াডে রয়েছেন উমরান মালিক ও আর্শদীপ সিং।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের জন্য ভারতের টি-টোয়েন্টি স্কোয়াড: ইশান কিষাণ (উইকেটকিপার), শুভমান গিল, যশস্বী জসওয়াল, তিলক বার্মা, সূর্যকুমার যাদব (ভাইস ক্যাপ্টেন), সাঞ্জু স্যামসন (উইকেটকিপার), হার্দিক পান্ডিয়া (অধিনায়ক), অক্ষর প্যাটেল, যুজবেন্দ্র চাহাল, কুলদীপ যাদব, রবি বিষ্ণোই, আর্শদীপ সিং, উমরান মালিক, আবেশ খান ও মুকেশ কুমার।

ভারতের প্রধান নির্বাচক অজিত আগারকার

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : সাবেক মিডিয়াম ফাস্ট বোলার অজিত আগারকারকে প্রধান নির্বাচক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড-বিসিসিআই। মঙ্গলবার রাতে আনুষ্ঠানিকভাবে এ ঘোষণা দেয়া হয় বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে।

প্রধান নির্বাচকের দায়িত্ব পেয়েই পরীক্ষার আসনে বসতে হচ্ছে তাকে। ৫ জুলাই ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের জন্য টি-টোয়েন্টি দল বাছাই করা হতে পারে।

দায়িত্ব নিয়েই সেই বাছাইয়ের নেতৃত্ব দিতে যাচ্ছেন আগারকার। ৪৫ বছর বয়সী আগারকারকে প্রধান নির্বাচক হিসেবে নিয়োগ দেয়ার আগে এই পদে ছিলেন চেতন শর্মা। তবে গত ফেব্রুয়ারিতে তিনি সরে যাওয়ার পর এই পোস্টটি ফাঁকাই ছিল এতদিন। অবশেষে আগারকারকে নিয়োগ দেয়া হলো।

প্রধান নির্বাচক পদে নিয়োগ দেয়ার জন্য যে ইন্টারভিউ বোর্ড গঠন করা হয়, সেই বোর্ডের প্রতিটি সদস্যই আগারকারকে নিয়োগ দেয়ার বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন।

ভারতীয় নির্বাচক কমিটিতে অজিত আগারকার হলেন পঞ্চম সদস্য। এরই মধ্যে এই কমিটিতে নিয়োগ দেয়া হয়েছে শিব সুন্দর দাস, সালিল আঙ্কোলা, সুব্রত বেনার্জি এবং শ্রীধরণ সারথকে। ২৬ টেস্ট এবং ১৯১টি ওয়ানডে খেলা আগারকার হলেন এই প্যানেলের সবচেয়ে সিনিয়র সদস্য।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি দল বাছাই করতে গিয়ে বেশ কিছু সাহসী সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে আগারকারকে। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের টি-টোয়েন্টি ভবিষ্যৎ নির্ধারণ হতে পারে তার প্রথম সভাতেই।

মূলত অজিত আগারকারকে নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান করে আনার প্রধান উদ্দেশ্যই হলো, সাহসী সিদ্ধান্ত নিতে পারার ক্ষমতা। বেশ কয়েক দিন ধরে নির্বাচক কমিটির কোনও চেয়ারম্যানই ছিল না। চেতন শর্মা সরে যাওয়ার পরে সেই পদ খালি ছিল।

জয়ের জন্যই খেলবে আফগানিস্তান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : একমাত্র টেস্টে বাংলাদেশের সামনে দাঁড়াতেই পারেনি আফগানিস্তান। আজ থেকে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে মুখোমুখি হচ্ছে দুই দেশ। চট্টগ্রামের প্রথম ওয়ানডে মাঠে গড়াচ্ছে আজই। টেস্টে পাত্তা না পেলেও বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে ভালো করার আশা করছেন আফগান অধিনায়ক হাশমতুল্লাহ শহিদি। টেস্টে কী হয়েছিল তা ভুলেই যেতে চান তিনি। ওয়ানডেতে জ্বলে উঠতে চান। প্রতিপক্ষের কোনো নির্দিষ্ট খেলোয়াড় নিয়ে পরিকল্পনা নেই আফগানিস্তানের। হাশমতুল্লাহ বলেন, তাদের ভাবনা পুরো বাংলাদেশকে নিয়ে। যে দলে তামিম, সাকিব, মুশফিকদের মতো খেলোয়াড় রয়েছে সেখানে তাদের ফেবারিট বলতেই হবে। তারপর আবার ঘরের মাঠে খেলবেন তামিমরা। সে ক্ষেত্রে একজনকে ঘিরে পরিকল্পনার প্রশ্নই ওঠে না।

টেস্টে বাংলাদেশের পেসাররা দুর্দান্ত বোলিং করেছেন। ওয়ানডে সিরিজেও এগিয়ে থাকবেন কি না- এ ব্যাপারে আফগান অধিনায়ক বলেন, 'আমরাও এখানে খেলতে এসেছি। মাঠে দাঁড়িয়ে থাকতে নয়। সব ধরনের প্রস্তুতি আমাদের আছে। বাংলাদেশ অবশ্যই শক্তিশালী। তবে আমরাও দুই বছর ধরে ভালো খেলছি। মানসম্পন্ন স্পিনারের পাশাপাশি ভালো পেস ইউনিটও আমাদের আছে। জিততে হলে স্পিনার ও পেসারদের ভালো করতে হবে। প্রতিপক্ষের পেস বোলিং নিয়ে চিন্তা না করে নিজেদের শক্তিসামর্থ্য নিয়ে ভাবছি।'

হাশমতুল্লাহ বলেন, 'বিশ্বকাপে আমরা দুই দেশ মুখোমুখি হব। তাই সিরিজের তিনটি ম্যাচের গুরুত্ব রয়েছে। জয়-পরাজয় তো আছেই। আমি বলব, বিশ্বকাপের আগে ভুলত্রুটি শোধরানোর সিরিজও এটা।'

মাসসেরার দৌড়ে

উইলিয়ামস-হাসারাঙ্গা ও হেড

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : জুন মাসের সেরা খেলোয়াড়ের তালিকা প্রকাশ করেছে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)। ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থার প্রকাশ করা তিনজনের সংক্ষিপ্ত তালিকায় জায়গা পেয়েছেন জিম্বাবুয়ের অধিনায়ক শন উইলিয়ামস, শ্রীলঙ্কান অলরাউন্ডার ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা ও অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটার ট্র্যাভিস হেড।

বিশ্বকাপের বাছাইপর্বে ব্যাট হাতে দারুণ খেলেছেন উইলিয়ামস। ফলস্বরূপ জায়গা পেয়েছেন আইসিসির সেরার তালিকাতেও, যদিও তার দল ছিটকে গেছে বিশ্বকাপ থেকে। গেল জুন মাসে তিনি তিনটি সেঞ্চুরি করেছেন।

এদিকে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল জেতার অন্যতম নায়ক ছিলেন ট্র্যাভিস হেড। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ১৭৪ বলে ১৬৩ রানের ইনিংস খেলেছিলেন হেড। এছাড়াও অ্যাশেজ সিরিজের প্রথম ম্যাচে এজবাস্টনে একটি হাফ সেঞ্চুরিও করেছেন এই অজি ব্যাটার।

তালিকায় থাকা লঙ্কান অলরাউন্ডার ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা গড়েছেন ভিন্ন এক রেকর্ড। পাকিস্তানের কিংবদন্তি ক্রিকেটার ওয়াকার ইউনুসের পর দ্বিতীয় বোলার হিসেবে ওয়ানডেতে টানা তিন ম্যাচে ৫ উইকেট শিকার করার রেকর্ড গড়েছেন। এমনকি আসন্ন ভারত বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কাকে বিশ্বকাপের মূলপর্বে তোলার অন্যতম নায়কও এই অলরাউন্ডার। হাসারাঙ্গার এমন পারফর্মের ফলে তিনি জায়গা পেলেন আইসিসির মাসসেরার তালিকায়।

অফসাইডের নতুন নিয়ম,

প্রতি ম্যাচেই হবে গোল উৎসব

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : অফসাইডের ফাঁদে পড়ে কত গোলই না নষ্ট হয়! সর্বশেষ কাতার বিশ্বকাপে তো ফিফা আরও কঠিন করে ফেলে এই নিয়ম। অফসাইড ধরতে প্রযুক্তির শরণাপন্ন হয় তারা। যোগ করা হয় সেমি অটোমেডেট অফসাইড প্রযুক্তি। যদিও সেটা নিয়ে বেশ সমালোচনা হচ্ছে। বিশ্বকাপের পর একাধিক নিয়মে যোগ-বিয়োগ হলেও অফসাইডে তেমন রদবদল করেনি ফিফা। এবার বোধহয় সেখানে পরিবর্তন করতে যাচ্ছে তারা। আর এই পরিবর্তন হয়ে গেলে প্রতি ম্যাচেই হবে গোল উৎসব।

মূলত সাবেক আর্সেনাল কোচ এবং ফিফার গ্লোবাল ফুটবল ডেভেলপমেন্টের প্রধান আর্সেন ওয়েঙ্গারের প্রস্তাবেই নড়েচড়ে বসল ফিফা। এতদিন অফসাইডে যে নিয়ম ছিল, সেটা হলো এক দলের খেলোয়াড় যদি বল ছাড়া প্রতিপক্ষ ডিফেন্ডারদের সমান্তরাল লাইন অতিক্রিম করে তাহলে অফসাইড। কিন্তু নতুন নিয়ম হলে ওই ডিফেন্ডারকে পুরোপুরি অতিক্রম করলেই কেবল অফসাইড হবে। শরীরের কোনো অংশ ডিফেন্ডারের সঙ্গে থাকলে আর অফসাইড গণ্য হবে না। যেটা প্রাথমিকভাবে ফিফার ভালো লেগেছে এবং তারা আপাতত সুইডেন, নেদারল্যান্ডস ও ইতালির ফুটবলে ট্রায়াল দিয়ে দেখবে এর সুবিধা-অসুবিধাগুলো। যেমনটা বলেছেন ফিফার প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনো, 'আমরা বিষয়টি বিচার-বিবেচনা করে দেখছি। আমার মনে হয়ে, এটা কার্যকর হলে খারাপ হবে না। ফুটবলের আক্রমণভাগে আরও গতি বাড়বে। আর্সেন এটা নিয়ে দারুণভাবে আমাদের উপস্থাপন করেছে। আসলে কোনো আইন চালু করতে গেলে আগে তার ট্রায়াল প্রয়োজন। আমরা সেটাই করব। আমরা দেখতে চাই, ম্যাচে এর ভালো-মন্দ প্রভাবটা। যদি এটা ইতিবাচক মনে হয়, তাহলে অবশ্যই ফুটবলে যোগ করা হবে। আর যদি নেতিবাচক ফল আসে, তাহলে আর আমরা এগোব না। যেটা ভিএআরের ক্ষেত্রে করেছি। আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হচ্ছে, যদি ফুটবলকে আরও বেশি গতিময়, আরও ক্ষুরধার করতে চাই, তাহলে এমন কিছু করা যেতেই পারে।'

তবে এই নিয়ম একদিকে আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দের জন্য যেমন সুবিধা বয়ে আনবে, আবার ডিফেন্ডারদের চ্যালেঞ্জ বাড়বে। প্রতিপক্ষ স্ট্রাইকার বা ফরোয়ার্ডদের আটকাতে আগের তুলনায় আরও বেশি বেগ পেতে হবে তাদের। সে জন্য হয়তো নতুন কোনো ফন্দি বা কৌশল রপ্ত করতে হতে পারে। এখন পর্যন্ত এই নিয়মের বিরুদ্ধে কেউ শক্তভাবে অবস্থান নেননি। যদিও সব নিয়মেরই পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি থাকে। ফিফা ফুটবলের উন্নয়নে অধ্যাবধি যত নিয়ম প্রণয়ন করেছে, সেগুলো নিয়েও কম কথা হয়নি। আবার বেশি সমালোচনার কারণে সেসব নিয়মে আসে অনেক পরিবর্তনও। তবে এটা ঠিক, 'আর্সেন অফসাইড নিয়ম' চালু হলে এমবাপ্পে-হালান্ডদের গোলের হাসি বাড়বে তরতর করে। হয়তো তাঁরা ছাড়িয়ে যাবেন মেসি-রোনালদোকেও।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR